ঝুলন্ত পার্লামেন্টের পথে ফ্রান্স, রাজনৈতিক অচলাবস্থা

সারে-জমিন

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে জোর

রূপসী বাংলা

ইরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়ে কেন উদগ্রীব ইসরায়েল

সম্পাদকীয়

উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তীতে সাফল্যের সহজ পথ

স্টাডি পয়েন্ট

আইপিএল ও টেস্টের জন্য আলাদা উইন্ডো চাইলেন কামিন্স

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৯ জুলাই, ২০২৪
২৫ আষাঢ় ১৪৩১
২ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 184 ■ Daily APONZONE ■ 9 July 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

প্রধানমন্ত্রী মণিপুরবাসীর কথা শুনুন, আর্জি রাহুলের

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে তাঁর প্রথম মণিপুর সফরে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সঙ্কটগ্রস্ত রাজ্যের সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
রাহুল গান্ধী মোদীর মণিপুরে সময় কাটানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং তাকে "রাজ্যে আসার জন্য এক বা দু'দিন সময় দেওয়ার" আহ্বান জানান।
তার সফরকালে, রাহুল মেইতেই এবং কুকি-জোমি উভয় সম্প্রদায়ের বাস্তুচ্যুত সদস্যদের আবাসস্থল ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। যারা ২০২৩ সালের মে মাস থেকে একে অপরের সাথে প্রায় অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বে রয়েছেন। তাঁর বার্তা ছিল পরিষ্কার, যিনি মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে চান। রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে আবেদন করেন, মণিপুরের মানুষের কথা শুনুন। বোঝার চেষ্টা করুন এখানে কী হচ্ছে। মণিপুরের জনগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অনন্ত এক-দু'দিন এখানে কাটান।

বাংলাদেশকে তিস্তার জল দিলে পানীয় জল পাবে না উত্তরবঙ্গ

সাংবাদিক সম্মেলনে আশঙ্কা প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: কিছুদিন আগে ভারত সফরে এসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তিস্তার জল বন্টন নিয়ে আলোচনা করেন।
তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিস্তার জল বাংলাদেশকে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেন বলে দাবি হাসিনার। এই মর্মে একটি মউ চুক্তিও হয় বলে দাবি। যদিও সেই বৈঠকে ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ, তিস্তা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত আর তিস্তার জলের উপর উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা নির্ভর করে থাকে।
বাংলাদেশকে তিস্তার জল দেওয়ার ব্যাপারে মউ চুক্তির খবর মিলতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফের সেই ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের জলবন্টন নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এদিন। শুধু তিস্তা নয়, ফরাক্কার জলও বাংলাদেশকে দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কেন্দ্র চুক্তি নবীকরণ করলে যে উত্তরবঙ্গের মানুষ পানীয় জলও পাবে না সেই আশঙ্কার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেও তাকে আড়াল করে কেন্দ্র বাংলাদেশের সঙ্গে ফরাক্কা ও তিস্তা নিয়ে চুক্তি নবীকরণ করছে। এর পরিণাম উত্তরবঙ্গের মানুষকে ভুগতে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন মমতা।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফরাক্কা চুক্তি নবীকরণ হলে শুধু বাংলাই নয়, প্রতিবেশী রাজ্য বিহারও কিন্তু ভাসবে। এই ফরাক্কা পশ্চিমবাংলায় হলেও চুক্তির নবীকরণ করার সময় আমাদের জানানোই হল না।
আবার, এখন কি না বলছে যে তিস্তার জলও দেবে (বাংলাদেশকে)। কিন্তু, জল দেবে কী করে? তিস্তায় কী জল রয়েছে যে দেবে? যেটুকু আছে, সেই জল দেওয়া হলে উত্তরবঙ্গে কেউ পানীয় জলই পাবেন না।
মমতার বক্তব্য, বাংলায় বর্ষা বেশি। নদীমাতৃক দেশ। এখানে নদী, সমুদ্র, পুকুর বেশি। উপকূলীয় অঞ্চলও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিষয়ে রিপোর্ট পেয়েছি। বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। মালদহে ক্ষয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিকিম যখন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র করল, কেন্দ্রের দেখা উচিত ছিল। সে জন্য আজ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে।
জলপাইগুড়ির মানুষ জানেন, আগে করোলা নদী ভাসত। রাজ্য সরকার ২০ কোটি টাকা খরচ করে তা আটকানোর ব্যবস্থা করেছে।
বছরের বিস্তীর্ণ সময় তিস্তায় তেমন জল না থাকলেও বর্ষায় ভিনদেশ এবং ভিনরাজ্যের বাঁধ থেকে বিপুল জল ছেড়ে দেওয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। উত্তরবঙ্গ প্রতিবছর বন্যায় ভাসে। আলিপুরদুয়ার ভাসে। জলপাইগুড়ি ভাসে।
এবারও সেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে ধস নেমেছে। পার্শ্ববর্তী সিকিমেও ধস নামায় বহু পর্যটক আটকে পড়েছেন। আর এখন ফের তিস্তার জল বাংলাদেশকে দেব বলছে কেন্দ্র।
দুর্গতরা যাতে যোগাযোগ করতে পারেন, সেজন্য প্রশাসনের তরফে নম্বর দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।
মমতা বলেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করেও কিছু করা যাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে সেনাদের যাতায়াত। ধস নামলে সেনাদের তাই খেয়াল রাখা উচিত।
মমতা অভিযোগ করেন, কেন্দ্র আত্রেয়ী নদীতে বাঁধ দেওয়ার সময়ও রাজ্যকে জানায়নি। ফলে জলসঙ্কট তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করেও কিছু করতে পারেনি। এই সঙ্কটের কথা আগে ভারত বাংলাদেশ বৈঠকে হাজির থেকে বলেছি। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি।
এদিন মালদা ও মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙন নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গার ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কাজ করেনি বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। মমতা বলেন, গঙ্গার ভাঙনে যে বাড়িগুলো তলিয়ে গেছে, সেগুলো পুনরায় নির্মাণ করে দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু, সেজন্য প্রয়োজনীয় ৭০০ কোটি টাকা আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দেয়নি। অথচ, গঙ্গার ভাঙন কেন্দ্রীয় সরকারের দেখার কথা। গত ১০-১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ চোখ বুজে আছে।

সার্চ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগ করবেন মমতা, রাজ্যপাল নন: সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের তদারকির জন্য একটি সার্চ-কাম-সিলেকশন কমিটির প্রধান হিসাবে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ইউ ইউ ললিতকে নিয়োগ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আরও বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগের জন্য আদালত কর্তৃক গঠিত সার্চ কমিটি প্রার্থীদের নাম রাজ্যপালের কাছে নয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে 'গণতন্ত্রের জয়' হিসাবে বর্ণনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।
এদিন বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, দু'সপ্তাহের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন কমিটি গঠন করতে হবে।
কমিটির পারিশ্রমিক রাজ্য বহন করবে এবং কলকাতা হাইকার্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ললিত কমিটির কার্যকর সভার জন্য তিন লক্ষ টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটিতে সদস্য সংখ্যা তিন থেকে বাড়িয়ে পাঁচ করা হয়েছিল।
শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের ২৮ জুন, ২০২৩ এর আদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি আবেদনের শুনানি করছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদাধিকার বলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির আচার্য হিসাবে ১১টি রাজ্য পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য (ভিসি) নিয়োগের যে আদেশ জারি করেছিলেন তাতে কোনও বেআইনি ছিল না।
হাইকোর্টের দ্বারস্থ আবেদনকারী সনৎকুমার ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবি করেছে যে রাজ্য পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের আদেশ অবৈধ ছিল কারণ রাজ্যপাল নিয়োগের আগে উচ্চশিক্ষা বিভাগের সাথে পরামর্শ করেননি।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে বলেন, গণতন্ত্রের আবার জয় হবে। ডিভিশন বসু বলেন, আদেশে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) ইউ ইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন সার্চ কাম সিলেকশন কমিটি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনটি করে নামের একটি প্যানেল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করবে। এরপর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আচার্যের কাছে তার পছন্দ অনুযায়ী প্যানেলের সুপারিশ করবেন। এমনকী কোনও নামের বিরুদ্ধে তার মতামতও দিতে পারবেন। এরপর উপাচার্য নিয়োগ করবেন আচার্য রাজ্যপাল।
সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নিয়ে তৃণমূলপন্থী শিক্ষাবিদদের মঞ্চ এডুকেশনিস্টস ফোরাম বলেছে, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আচার্যের আরোপিত বেআইনি কাজ কেটে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আজ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ললিতের অধীনে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনের নীতি নিশ্চিত করেছে।

প্রথম নজর

ট্রেন থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ট্রেন থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ।
ট্রেনে টহল দেবার সময় বাথরুমের কাছে দুটি ব্যাগে পড়ে থাকতে দেখে রেল পুলিশ। ওই ব্যাগের মধ্যে থেকে কচ্ছপগুলি উদ্ধার করা হয়। তবে এই ঘটনায় রেল পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। কচ্ছপগুলি বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট রেল স্টেশনে এসে পৌঁছায় ফারাক্কা এক্সপ্রেস। যাত্রীরা নেমে যেতেই রেল পুলিশ ট্রেনটি তল্লাশির জন্য ট্রেনে ওঠে। সেই সময় বাথরুমের সামনে থাকা একটি কামরার মধ্যে মালিকানাহীন অবস্থায় দুটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে কর্তব্যরত রেল পুলিশ। সন্দেহ হওয়ায় সেই ব্যাগটিতে তল্লাশি চালাতেই ব্যাগ থেকে পাঁচটি কচ্ছপ পাওয়া যায়। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলির ওজন প্রায় ৩৩ কেজি। যার বাজার মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা। কচ্ছপ গুলি মূলত পাচারের জন্য ট্রেনে করে আনা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান রেল পুলিশের।
এ বিষয়ে বালুরঘাট স্টেশন এর জিআরপি পুলিশ আধিকারিক জানান 'ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকালে বালুরঘাট স্টেশনে এলে আমরা ওই ট্রেনটিতে তল্লাশি চলাই। সেই সময় দুটি মালিকানাহীন ব্যাগ থেকে কচ্ছপ গুলি উদ্ধার হয়।

অরণ্য সপ্তাহ নিয়ে বৈঠক জেলা পরিষদে

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: আগামী ১৪ জুলাই থেকে সপ্তাহব্যাপী অরণ্য সপ্তাহ শুরু হতে চলেছে।১৪ জুলাই শুরু হয়ে এই অরণ্য সপ্তাহ চলবে ২১ জুলাই পর্যন্ত।আর অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদের নেতৃত্বে জেলা পরিষদ ভবনে তাঁর চেম্বারে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।এই বৈঠকে ফারহাদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও কর্মকর্তারা।

হনুমানের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হনুমানের আক্রমণে কার্যত গৃহবন্দী শঙ্করহাটি এলাকার মানুষ। হাওড়া জগৎবল্লভপুরের শঙ্করহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লভবাটি এলাকা জুড়ে হনুমানের তান্ডবে এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত কম করে ১৫ জন। এলাকায় হনূমান ধরার ফাঁদ পাতা হলেও এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি হনুমান। এলাকার মহিলা থেকে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে রোজ। বেশ কয়েকজনকে ভর্তি করতে হয়েছে হাসপাতালে। ফাঁদ পাতা ছাড়া কিছুই করছে না বন দফতর, অভিযোগ স্থানীয়দের।

হকার উচ্ছেদের পর এবার রাজ্য ট্যুরিজমের বোর্ড জনবসতিতেও

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হকার এলাকার পর এবার রাজ্য টুরিজমের বোর্ড লাগলো জনবসতি এলাকায় হকার উচ্ছেদের পর এবার জনবসতি এলাকাতে রাজ্য ট্যুরিজম বিভাগের বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হল। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চার নং ওয়ার্ড বাঁশবেড়িয়া এক নং রেল গেটের কাছে সরকারি জমির চিহ্নিতকরণ করল হুগলি জেলা প্রসাশন। বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হলো, সাধারণত আমরা দেখেছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই নড়েচড়ে বসে প্রত্যেকটি জেলা প্রশাসন। কিন্তু সেটি ছিল হকারদের উদ্দেশ্যে, কিন্তু এবার সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জনবসতি এলাকায় লাগিয়ে দেওয়া হল রাজ্য টুরিজম বিভাগের বোর্ড , কোনো রকম যাতে গন্ডগোল না হয় তার জন্য আগে থেকে মগরা ও চুঁচুড়া থানার পুলিশ উপস্থিত ছিলেন সেখানে, তবে যেহেতু এলাকায় প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি বাড়ি রয়েছে , তাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকাবাসী, তারা জানান এতবছর পর কোথায় যাবো আমরা , আমাদের তো পুরসভাই বসিয়েছে। আমাদের জন্য পৌরসভা রাস্তা,ড্রেন,পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে তাহলে আমরা গরিব মানুষ কোথায় যাবো । এ বিষয়ে এলাকার মানুষ জানান একসময় এই পৌরসভার তরফ থেকেই তাদেরকে বসানো হয়েছিল, করে দেয়া হয়েছিল সরকারি রাস্তা, দেওয়া হয়েছিল জলের ও ইলেকট্রিকের কানেকশন তাহলে এখন কেন তুলে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা, এলাকার কাউন্সিলর জানান এই মানুষগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করলে কোন রকম ভাবেই এলাকা খালি করা যাবেনা, অন্যদিকে পৌর প্রধান আদিত্য নিয়োগী জানান যেহেতু এটি সরকারি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে তাই আমরা এখন শুধুমাত্র বোর্ড লাগালাম, পরবর্তীতে নির্দেশ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যদিও তিনি বলেন এলাকারই কয়েকজন তৃণমূল নেতা এই জায়গাগুলোতে মানুষদের বসিয়েছে। তবে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে একটাই এতদিন কোথায় ছিলেন এই পৌরসভার অফিসাররা, কেনই বা এতদিন প্রতিবাদ করেননি এই জায়গা নিয়ে।, যদিও বিরোধীরা এটি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখছেন, বিরোধীদের কথা অনুযায়ী তৃণমূলের এখন দুটি গোষ্ঠী হয়েছে এক গোষ্ঠী এদেরকে বসিয়েছিল ,আর এক গোষ্ঠী এদের বাড়ি হারা করতে চাইছে, যদিও ওই এলাকাতেই একটি মন্দির রয়েছে সেই মন্দির উদ্বোধনী করেন ওই পৌরসভার পৌর প্রধান, তাহলে কি তিনি জানতেন না ওটি সরকারি জায়গা। পৌর প্রধান জানান ওই মন্দিরটি প্লান পাস হয়েছিল একটি কমিউনিটি হল বলে তার পরে সেটি মন্দির কি করে হল এবং তার উদ্বোধনীতে পৌরপ্রধান গেলেন কিভাবে সেই প্রশ্ন মনে জাগছে।

ক্যানিংয়ের মাতলা নদীতে কুমির আতঙ্ক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সোমবার সকালে নদীর জোয়ারে বেশ কিছু মানুষ একটি কুমির দেখতে পেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মাতলা নদীর মাতলা অঞ্চলের দুই নম্বর লঞ্চ ঘাট এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকাল সাড়ে ৭ টা নাগাদ ক্যানিং মাতলা নদীতে জোয়ার শুরু হয়।জোয়ারে জল বাড়ার সাথে সাথে নদীতে লঞ্চের কর্মীরা নেমে লঞ্চ নোঙর করতে থাকে।প্রায় সাড়ে ৯ টা নাগাদ তারা দেখতে পায় নদীতে কিছু একটা ভেসে আসছে। একটু কাছাকাছি আসতে শুরু করে।তখন তারা বুঝতে পারে এটি কুমির।ফলে তারা আতঙ্কিত হয়ে নদীর পাড়ের ডাঙায় উঠে আসে।কিছুক্ষণ পরে প্রায় ১০ ফুটের লম্বা কুমির টি আবার নদীর মাঝে চলে যায়।উল্লেখ্য বিগত চার পাঁচ বছর আগে এই এলাকা থেকে বনকর্মীরা একটি কুমির উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল।কালক্রমে মাতলা নদীতে পলি পড়ে পড়তে ক্যানিং মাতলা নদী অনেকটাই মজে গিয়েছে।মাতলা হারিয়েছে তার রুপ ও যৌবন।কমে গিয়েছে গভীরতা ও চওড়া।নদীর বিভিন্ন জায়গায় চর পড়তে পড়তে চওড়া ও গভীরতা বেশীর ভাগ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।১৮৬৭ সালে এই নদীতে ঘূর্ণিঝড়ে জাহাজ ডুবে গিয়েছিল।আজ তা অতীত।আর সেই সময় কুমির থেকে শুরু করে ডলফিন হাঙর সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের আনাগোনা ছিল এই নদীতে। এমনকি তৎকালীন সময়ে মাতলা নদী সংলগ্ন জঙ্গলে বাঘ ও যাতায়াত করতো বলে জানা যায়। আচমকা মাতলা নদী সংলগ্ন জঙ্গলে কমির দেখতে পাওয়া প্রসঙ্গে লঞ্চের কর্মী নিতাই অধিকারী, শম্ভু দাস সহ অন্যান্য লঞ্চের কর্মীরা জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ নদীতে জোয়ারে সময় লঞ্চের নোঙর করছিলাম নদীতে নেমে।সেই সময় দেখতে পাই কিছু একটা ভেসে আসছে।তার আগে জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল।একটু কাছে এলে বুঝতে পারি প্রায় ১০ ফুট লম্বা একটি কুমির।সঙ্গে সঙ্গে আমারা সকলেই ডাঙায় উঠে যাই। বেশ কিছুক্ষণ ডাঙার দিকে ছিল কুমির টা।এরপর কুমির টি নদীর মাঝখানের দিকে চলে যায়।তারা আরও বলেন প্রায় চার পাঁচ বছর আগে এই এলাকার নদীর চর থেকে একটি কুমির উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল বনকর্মীরা।তবে আজকের এই ঘটনায় অনেকটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।
অন্যদিকে মাতলা নদীতে কুমির চলে আসার খবর চাউর হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মৎস্যজীবিরা। কারণ মাতলা নদীতেই মাছ,কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাদের কে। ফলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

উপাচার্য নিয়োগ মামলায় শীর্ষ কোর্টের রায়ে মুখ্যমন্ত্রীর অধিকার প্রতিফলিত হল: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: উপাচার্য মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, এই রায়টা আমাদের রাজ্যে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ভালো হয়েছে। এই রায় যেটা প্রতিফলিত হচ্ছে যা আমরা প্রথম থেকেই চেয়ে আসছিলাম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী হন। এই প্রথম সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে কার্যত বৈধতা এবং মান্যতা দিয়েছেন। নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর যে অধিকার সেটা এই রায়ের পরে প্রতিফলিত হল। গণতন্ত্রের জয় হল। ১০ কোটি বাঙ্গালির যে আশা আকাঙ্ক্ষা, কোন নমিনেট লোক নয়, সম্পূর্ণভাবে কিম্ভুতকিবাকার কার্যকলাপ চালাচ্ছে এই রাজ্যে একটি লোক। অবিলম্বে এই লোককে এখান থেকে প্রত্যাহার করুন। স্বাধীনতার পর 'worst govornor'। এখন এটা সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনার বিষয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর একে এক মুহূর্ত এখানে রাখা উচিত নয়। মন্তব্য রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীর।
রাজ্যপালের এটি কি পরাজয়? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রাত্য বসু বলেন,আমি আমার মতামত জানিয়েছি।নিট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠছিল, আজকে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন,সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এবং এর সাথে একটা দুর্নীতি জড়িয়ে রয়েছে। এর ব্যপ্তি যদি আরও বড় ভয় তাহলে এই পরীক্ষা নতুন করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমার ধারণা খুব দ্রুত সুপ্রিম কোর্টকে এই ধরনের উচ্চশিক্ষা দপ্তর গুলোকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে রাজ্যের পরীক্ষা রাজ্যকেই নিতে হবে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জীবন নষ্ট হতে পারে না স্পষ্ট দাবি শিক্ষা মন্ত্রীর। উপাচার্য মামলা সুপ্রিম রায় প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য,এই রায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ভালো হয়েছে। আমরা চাইছিলাম রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির আচার্য মুখ্যমন্ত্রী হোক। এই রায়ের ফলে সেটা প্রতিফলিত হলো। এবার মুখ্যমন্ত্রী যাদের নাম পাঠাবেন, তাদের কেই উপাচার্য হিসেবে মান্যতা দিতে হবে রাজ্যপালকে।
আমি অনুরোধ করবে এই লোককে এখন থেকে প্রত্যাহার করা হোক। উনাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব। নিট পরীক্ষা প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, দুর্নীতি হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো মানছেন না। আজ সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যতে প্রমাণিত। আমারা যা চেয়েছিলাম, রাজ্য আলাদা ভাবে পরীক্ষা নিক। সেটা করা হোক অতি দ্রুত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুকুরে পড়ে মৃত্যু মদ্যপের

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট চক্ জলাসী এক যুবক মদ খেয়ে পুকুরে পড়ে গিয়ে মারা যান সাগর হালদার (২৮)। এদিন সকালে মদ খেয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল এমন সময় পুকুরের পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজনেরা পরে খোঁজাখুঁজি করে দেখতে পান পুকুরে পড়ে রয়েছে তার বডিটি। তাকে উদ্ধার করে মগরাহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসলেন চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমন বগি দেহ ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর জোর

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এবং ডাইরেক্টরেট অফ মাদ্রাসা এডুকেশন সাম্প্রতিক বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। ৮-ই জুলাই সোমবার পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ভবনে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে এমন প্রায় ৯০ টি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন ইতিমধ্যে স্কুলগুলিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডেটা সাইন্স, কস্টিং এবং সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদির মত নতুন নতুন বিষয় এনেছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে যাতে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহবোধ তৈরি হয় এবং বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ প্রদান করা হয় এই বিষয়কে সামনে রেখে এক সার্বিক আলোচনা হয়।
তাছাড়া পঞ্চম শ্রেণী থেকে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিজ্ঞান মুখী হয়ে উঠতে পারে তার জন্য একদিকে তাদের উৎসাহ প্রদান এবং অপরদিকে সাইন্স ল্যাবগুলোর আধুনিকীকরণ করার বিষয়ে ও আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স এবং মাদ্রাসা এডুকেশন এর সচিব জনাব ওবায়দুর রহমান এবং জয়েন সেক্রেটারি শান্তনু ঘোষ, ডাইরেক্টরেট অফ মাদ্রাসা এডুকেশন এর ডাইরেক্টর জনাব আবীর হোসেন, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি জনাব ডক্টর শেখ আবু তাহের কামরুদ্দীন এবং সচিব শেখ আব্দুল মান্নাফ আলী।

প্রচারের শেষ লগ্নে পদযাত্রা কৃষ্ণ কল্যাণীর

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: আগামী ১০ই জুলাই রায়গঞ্জে বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার শেষ দিনের নির্বাচনী প্রচারে পদযাত্রার মাধ্যমে জনসংযোগ করলো তৃণমূল কংগ্রেস। এই নির্বাচনী পদযাত্রা রায়গঞ্জের কসবা নেতাজি মোড় থেকে শুরু হয়ে রায়গঞ্জ রাজপথ ধরে শিলিগুড়ি মোড় পর্যন্ত চলতে থাকে। পদযাত্রায় তৃণমূলের নেতৃত্বে ছিলেন জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল এবং তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের পৌর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, অরিন্দম সরকার সহ অন্যান্য কো-অর্ডিনেটরগণ। মিছিল শেষে তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, "এই উপনির্বাচনে রায়গঞ্জের মানুষ মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন পক্ষেই জনমত দেবেন। আমরা আশাবাদী যে, রায়গঞ্জের জনগণ তৃণমূলের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি আস্থা রাখবে এবং আমাদের সমর্থন জানাবে।"
পদযাত্রার সময় জনগণের মধ্যে তৃণমূলের প্রতি সমর্থনের ঝলক দেখা যায়। তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে রাস্তায় নামেন অসংখ্য সমর্থক, যা দলটির শক্তি ও একতার প্রদর্শন হিসেবে গণ্য হয়। রায়গঞ্জের রাজপথ জুড়ে এই পদযাত্রা রাজনৈতিক উত্তেজনার পাশাপাশি একটি উৎসবের মেজাজ তৈরি করে। স্থানীয় বাসিন্দারা দলীয় নেতাদের স্বাগত জানান এবং তাদের প্রিয় প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানানোর সুযোগ গ্রহণ করেন। তৃণমূলের এই পদযাত্রা এবং নির্বাচনী প্রচার কৌশল রায়গঞ্জের উপনির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা জানা যাবে আগামী ১০ই জুলাই। তবে একথা নিশ্চিত যে, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং শক্তি দিয়ে এই নির্বাচনী যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চাইছে।

ছাত্র বিক্ষোভের জেরে শিক্ষক ও শিক্ষিকারা ঢুকতে পারলেন না স্কুলে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: লাগাতার ছাত্র বিক্ষোভের জেরে স্কুলে এসেও ভীতরে ঢুকতে পারলেননা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বাঁকুড়ার ওন্দার মাজদিহা সারদামনী বিদ্যায়তনের ঘটনা।
বিক্ষোভকারী ছাত্র ছাত্রীদের তরফে জানানো হয়েছে, স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় শারীরশিক্ষা বিষয় চালু করার কথা বললেও এখন রেজিস্ট্রেশানের আগে বলা হচ্ছে ওই বিষয় চালু করা সম্ভব নয়। ফলে গত শনিবার থেকে তারা স্কুলের প্রধান ফটক চাবি দিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বলে তারা জানান।
সহশিক্ষক কার্তিক কুমার ঘোষ বলেন, ছাত্র বিক্ষোভের জেরে গত শনিবার আমরা কেউই স্কুলে ঢুকতে পারিনি, সোমবারও একই অবস্থা। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালন কমিটি যা বলার বলবেন বলে তিনি জানান। প্রধান শিক্ষক সৌমেন মুখার্জী বলেন, ডিআই অফিসে বিষয়টি আটকে আছে। সমস্যা সমাধানে আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে তিনি জানান।

২১ জুলাই-এর প্রস্তুতি সভা মাটিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: আর কয়েক দিন বাকি রয়েছে কলকাতায় ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ঐতিহাসিক শহীদ স্মরণে একুশে জুলাই প্রোগ্রাম। সেই দিকে তাকিয়ে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একুশে জুলাই নিয়ে বিশেষ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো মাটিয়া এলাকায়। মাটিয়া থানার পার্শ্ববর্তী একটি হলে সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন কর্মীদের নিয়ে। এই কর্মী সবাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি

মিহির ঘোষ, বসিরহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল একাধিক নেতৃত্ব। তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিন বিভিন্ন কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বার্তা দেওয়া হয়, প্রত্যেকটি বুথে বুথে একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি নিয়ে সভা করতে হবে, পাশাপাশি মানুষকে একুশে জুলাই নিয়ে প্রচার করতে হবে যাতে প্রচুর মানুষ এই একুশে জুলাই সমাবেশে উপস্থিত হন, প্রত্যেক পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে একটি করে সভা করতে হবে। যাতে করে মানুষ এর গুরুত্ব বুঝতে পারে। এদিন বসিরহাটের সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশে জুলাই এর দিনে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিশেষ বার্তা দেন, আমরা সারা বছর এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকে, এই দিনটিকে সফল করতে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোমবার আজ বসিরহাট মাটিয়া তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমরা বসিরহাট থেকে বহু কর্মী সমর্থক ২১ শে জুলাই এর ঐতিহাসিক সমাবেশে যাব।

কিশোরের পেটে ধারালো ছুরি মারার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ায় এক কিশোর পেটে ধারালো ছুরি মারার অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকেরবিরুদ্ধে। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক নাবালককে ছুরি মারার অভিযোগ এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে, ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত।
শান্তিপুর থানা এলাকার পাবনা কলোনি এলাকার ঘটনা। বাবা প্রদীপ দাস এর অভিযোগ,গতকাল সন্ধ্যার পরে তার ১৬ বছর বয়সী নাবালক ছেলে আকাশ দাস বাড়িতেই ছিল,হঠাৎ ৩০ বছর বয়সী প্রতিবেশী যুবক ভোলা দাস তার ছেলেকে ফোনে ডেকে নেয়। অভিযোগ এরপরেই ভোলা দাস আকাশের পেটে ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে মারে।
ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আকাশ, তড়িঘড়ি ওই নাবালককে উদ্ধার করে নিয়ে যাই হাসপাতালে। যদিও তার ফাঁকে অভিযুক্ত ভোলা দাস গা ঢাকা দেয়। বাবা প্রদীপ দাস কাজে ছিলেন,ছেলের এই মর্মান্তিক খবর শুনে তিনি বাড়িতে ছুটে আসেন,এরপর শান্তিপুর থানায় অভিযুক্ত নামে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই মূল অভিযুক্ত ভোলা দাসকে গ্রেফতার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। সোমবার রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে পাঠানো হয়। তবে নাবালকের বাবার প্রদীপ দাস বলেন,ভোলা দাস প্রতিবেশী যুবক, পেশায় কসাই। পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা ছিল না, কিন্তু তার ছেলের পেটে কি কারণে ছুরি মারল এই নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন তারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রথম নজর

পদত্যাগ করলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আটাল

আপনজন ডেস্ক: পদত্যাগ করছেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আটাল। তার দল বামপন্থী জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) পার্লামেন্ট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি সোমবার প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর কাছে তার পদত্যাগের প্রস্তাব দেবেন। তিনি বলেন, যদি তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা না হয় তবে যত দিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাকে প্রয়োজন হবে তিনি কাজ চালিয়ে যাবেন। সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্যানযায়ী, ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার ভোটে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই তিনপক্ষের একসঙ্গে কাজ করারও ইতিহাস নেই। এমন অবস্থায় দেশটি এখন ঝুলন্ত পার্লামেন্টের পথে। জানা গেছে, দেশটিতে প্রথম দফার ভোটে এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় দফার ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে কট্টর ডানপন্থী ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন)। আনুষ্ঠানিক ফলাফল থেকে দেখা গেছে, দ্বিতীয় দফার ভোটে বামপন্থীদের জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনপিই) জয়ী হয়েছে এবং পার্লামেন্টে তারাই সবচেয়ে বেশি আসন পেতে যাচ্ছে। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী এসেম্বল জোট দ্বিতীয় অবস্থানে আছে এবং আরএন পার্টি এখন তৃতীয় অবস্থানে সরে গেছে। রোববারের এই ভোটে কট্টর-ডানপন্থী ন্যাশনাল ব্যালিকে ঠেকাতে একজোট হয়ে লড়েছে বামপন্থী জোট দলগুলো।

প্রথম দফার ভোটে ডানপন্থীদের জয়ে উদার ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে শঙ্কা তৈরি হয়। আরএন যেন দ্বিতীয় দফায় জয়ী হতে না পারে সেজন্য বামপন্থী জোট এবং ম্যাক্রোঁর জোটের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। এই দুই জোট মিলে দুই শতাধিক প্রার্থীকে প্রত্যাহার করে নেয়। আরএনের বিরুদ্ধে পড়া ভোটগুলো যেন একজনই পান সেজন্যই বাম ও মধ্যপন্থীদের এই কৌশলই শেষ পর্যন্ত কাজে দিয়েছে।

নেপোলিয়নের পিস্তল উঠল নিলামে, বিক্রি সাড়ে ২১ কোটিতে

আপনজন ডেস্ক: বেক ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপোর্টের পিস্তল দুটি নিমালে বিক্রি হয়েছে। ১৬ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ডে পিস্তল দুটি বিক্রি হয় (যা ভারতীয় মুদ্রায় ২১ কোটি ৫১ লাখ ১৫ হাজার টাকা)।

১৯ শতকের ফরাসী সাম্রাজ্য নেপোলিয়ন এই পিস্তল দিয়ে ‘আত্মহত্যার চেষ্টা’ করেছিলেন। প্যারিসের বন্দুক প্রস্তুতকারী লুই-মারিন গসেটের তৈরি এই অস্ত্রগুলো ১২ লাখ ইউরো থেকে ১৫ লাখ ইউরোর মধ্যে বিক্রি হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পিস্তল দুটি রোববার ওসেনাট নিলাম হাউসে বিক্রি করা হয়। ফন্টেইনবেলু প্রাসাদের পাশেই এটি অবস্থিত যেখানে নেপোলিয়ন ১৮১৪ সালে তার পদত্যাগের পরে নিজের জীবন নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বন্দুকগুলো স্বর্ণ ও রূপা দিয়ে মোড়ানো, সঙ্গে রয়েছে তার একটি খোদাই করা ছবি। ১৮১৪ সালের ১২ এপ্রিল রাতে বিদেশি বাহিনীর হাতে ফরাসি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পরে নেপোলিয়নকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আর এরপরই তিনি আত্মহত্যার জন্য এসব পিস্তল ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

এর আগে ২০১৪ সালে নেপোলিয়নের একটি টুপি ১৮ লাখ ৮৪ হাজার ইউরোতে বিক্রি হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার এক ব্যবসায়ী সেই টুপি কিনেছিলেন।

ঝুলন্ত পার্লামেন্টের পথে ফ্রান্স, রাজনৈতিক অচলাবস্থা

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে প্রথম ধাপে এগিয়ে থাকা উগ্র ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন)। দেশটির সরকারি ফলাফলে বলা হয়েছে, নির্বাচনে বামপন্থী জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) জয়ী হয়েছে। খবর বিবিসির।

বিবিসি তাদের লাইভ প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী জোট এনসেম্বল দ্বিতীয় হয়েছে এবং ন্যাশনাল র‍্যালির (আরএন) অবস্থান তৃতীয়। এককভাবে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সেইসঙ্গে এই তিন দলের একসঙ্গে কাজ করার কোনো ইতিহাস নেই। তাই দেশটি এখন ঝুলন্ত পার্লামেন্ট পাওয়ার পথে। ৫৭৭ আসনের ফরাসি পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন ২৮৯টি আসন।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) পেয়েছে ১৮২টি আসন, ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী জোট এনসেম্বল পেয়েছে ১৬৩টি আসন এবং যারা ক্ষমতায় আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল, সেই ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন) ১৪৩টি আসনে জয় পেয়েছে।

দেশটিতে এখন কে হবেন প্রধানমন্ত্রী, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে কে নেতৃত্ব দেবেন- এ নিয়ে রাজনৈতিক অচলাবস্থা শুরু হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দর কষাকষি চলবে। এমন পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি ম্যাক্রোঁ।

গাজা যুদ্ধের ১০ মাস, ইসরায়েলি বর্বরতার শেষ কোথায়

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের অবরোধে থাকা গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি আক্রমণ দশম মাসে পড়েছে। নিরলস এই হামলায় গাজা ইতোমধ্যেই পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে, দেখা দিয়েছে মানবিক সংকট।

আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রোববার ইসরায়েলি হামলায় গাজাজুড়ে অন্তত ২৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন। এই হামলায় গাজার পশ্চিমে একটি স্কুলে আশ্রয় নেয়া ৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া আল-জাওয়াইদা এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ছয়জন মারা গেছেন, যাদের মধ্যে দুইটি শিশু রয়েছে বলে ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে।

গত শনিবার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের জন্য জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে হামলায় ১৬ জন নিহত হন। রোববারের হামলায় গাজা শহরের আরেকটি বাড়িতে ৬ জন মারা গেছেন বলে প্যারামেডিকরা জানিয়েছেন। ওয়াফা নিউজ এজেন্সির তথ্যমতে, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো সাবরা পাড়ায় বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালায়, এতে অন্তত দুইজন নিহত হন।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, তারা রাতের আঁধারে খান ইউনিসের একটি পৌরসভা ভবনে হামলা চালিয়েছে। তাদের দাবি, ভবনটিতে হামাস সামরিক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করছিল। তবে এই হামলায় হতাহতের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় মোট ৩৮ হাজার ১৫৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বলছে, ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজার ৯০ শতাংশ জনগণ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং প্রায় ৫ লাখ মানুষ মারাত্মক ক্ষুধার সম্মুখীন।

গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-আকসা হাসপাতালে ক্রমবর্ধমান হতাহতের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। জাবালিয়ার আল-আওদা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডা. মুহাম্মদ সালহা জানিয়েছেন, সেখানে পরিস্থিতি খুবই কঠিন।

ইসরায়েলের অব্যাহত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর হামাসের আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় বিমান ও স্থল হামলা অব্যাহত রেখেছে। এই হামলায় হাজার হাজার ভবন ধ্বংস হয়েছে এবং প্রায় ২০ লাখ বাসিন্দা তাদের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

জাতিসংঘের তথ্য মতে, ইসরায়েলি আক্রমণে গাজার ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং খাদ্য, পানি ও ওষুধের সংকটের কারণে গাজার সকলেই খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। অবরুদ্ধ গাজার ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ইসরায়েলকে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

গাজায় হামাসের সঙ্গে লড়াইয়ে ৩২৪ ইসরায়েলি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় স্থল অভিযান চালাতে গিয়ে প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাসের সদস্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩২৪ জন দখলদার ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, উত্তর গাজা উপত্যকায় অভিযানের সময় তাদের এক সেনাসদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। খবর আল জাজিরার।

গত ২৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩২৪ জন ইসরায়েলি সেনা নিহতের পাশাপাশি আহত হয়েছে আরো কয়েক হাজার সেনাসদস্য।

বহু বছর ধরে সাধারণ ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর দখলদার ইসরায়েলি সেনাদের চালানো গণহত্যা, নির্যাতন, ভূমি দখল, ধর্ষণ, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি অপরাধের প্রতিশোধ নিতে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় হামাস। এরপরই গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল। প্রায় ৯ মাস ধরে অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলায় ৩৮ হাজার ১৫৩ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৮৭ হাজার ৮২৮ জন। একদিন আগেই গাজায় জাতিসংঘের একটি স্কুলে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় কমপক্ষে ১৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র তাপপ্রবাহ, ঝুঁকিতে ১৩ কোটি মানুষ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ তাপপ্রবাহের কারণে ঝুঁকিতে পড়েছে ১৩ কোটির বেশি মানুষ। উচ্চ তাপমাত্রার মধ্যেই রেকর্ড ভেঙেছে তাপপ্রবাহের। দেশটির পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া এই তাপপ্রবাহের কারণে তাপমাত্রা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস-এর আবহাওয়াবিদ জ্যাকব অ্যাশারম্যান জানান, এই তাপ ও আর্দ্রতা মিলে প্যাসিফিক নর্থওয়েস্ট, মিড-আটলান্টিক এবং নর্থইস্ট অঞ্চলে তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) অতিক্রম করতে পারে। অ্যাশারম্যান বলেছেন, ওরেগন রাজ্যের ইউজিন, পোর্টল্যান্ড এবং সালেমসহ বেশ কয়েকটি শহরে রেকর্ড ভাঙা তাপমাত্রা দেখা দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে আরও বেশ কিছু রেকর্ড ভেঙে যেতে পারে। যার ফলে কোটি কোটি মানুষকে শীতল কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নিতে হবে। জানা গেছে, জুন মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মিডওয়েস্ট অঞ্চলে চরম তাপপ্রবাহ চলছে। সেখানে তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) অতিক্রম করেছে।

এনডব্লিউএস শনিবার জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিমের বেশিরভাগ অংশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং শুক্রবার পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকবে।

তিন অঙ্কের তাপমাত্রা (১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপরে) পূর্বাভাস করা হয়েছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি বেশি হতে পারে। এছাড়া, পূর্বাঞ্চলের জন্যও গরম আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। বাল্টিমোর ও মেরিল্যান্ডের অন্যান্য অঞ্চলে তাপ সূচক ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪৩ সেলসিয়াস) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

বাল্টিমোর অঞ্চলের জন্য এনডব্লিউএসের পরামর্শ বার্তায় বরা হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল পান করুন, এয়ার কন্ডিশনার রুমে অবস্থান করুন, সূর্যালোক থেকে দূরে থাকুন এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নিন। ছোট বাচ্চা ও পোষা প্রাণীদের কখনোই গাড়িতে একা ফেলে রাখা উচিত নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউক্রেন যুদ্ধের পরেও উচ্চ আয়ের তালিকায় রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া এখন উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতি দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে আক্রমণের পর থেকে রাশিয়া বিভিন্ন বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ কয়েকটি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক প্রতি বছর দেশের নাগরিকদের গড় আয় অনুযায়ী একটি তালিকা তৈরি করে। এই তালিকায় রাশিয়া আগে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশে ছিল, কিন্তু এখন তারা উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছে। বিশ্বব্যাংক দেশগুলোকে চারটি বিভাগে ভাগ করে: উচ্চ আয়, উচ্চ-মধ্য আয়, নিম্ন-মধ্য আয় এবং নিম্ন আয়। এই তালিকায় ভারতের অবস্থান এখনও নিম্ন-মধ্য আয়ে, যদিও তারা একসময় নিম্ন আয়ের দেশ ছিল।

বিশ্বব্যাংকের মতে, এক দেশের নাগরিকদের বার্ষিক গড় আয় ১১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হলে সেই দেশ উচ্চ-মধ্য আয়ের তালিকায় স্থান পায়। রাশিয়া এই মানদণ্ড পূরণ করে এখন উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে।

এই উন্নতির কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা পুতিন সরকারের নীতি এবং যুদ্ধের সময় দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর ব্যয় বাড়ানো হয়েছে, যা দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয় বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বেকারদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে।

তবে রাশিয়ার এই উন্নতি নতুন চ্যালেঞ্জের জন্ম দিয়েছে। দেশটিকে এখন উচ্চ হারে কর আদায় করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, করের বোঝা মূলত উচ্চবিত্ত নাগরিকদের ওপর পড়বে, মধ্যবিত্তদের ওপর তেমন প্রভাব পড়বে না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রাশিয়ার এই নীতি থেকে ভারতসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা নেওয়া উচিত। রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি প্রমাণ করে যে সঠিক নীতি এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাধা পেরিয়েও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

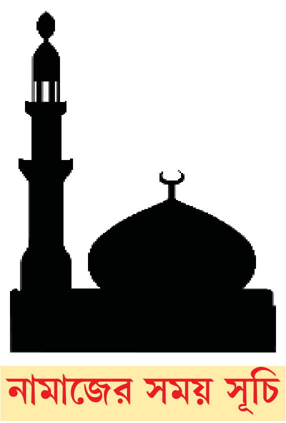

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৭	৪.৫৮
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

উরুগুয়েতে নার্সিং হোমে অগ্নিকাণ্ড, নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ উরুগুয়েতে বয়স্কদের জন্য পরিচালিত একটি নার্সিং হোমে অগ্নিকাণ্ডে ১০ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার সকালে সেখানে আগুন লাগে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দেশটির পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ট্রেইনটা ই ট্রেস নামের একটি শহরে অবস্থিত ৬ কক্ষবিশিষ্ট ওই নার্সিং হোমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেছেন ওই নার্সিং হোমের কেয়ার টেকার।

নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের লক্ষ্যে ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি সই

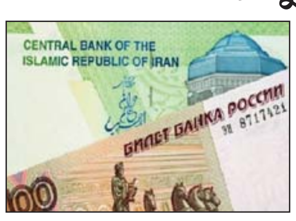

আপনজন ডেস্ক: নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের লক্ষ্যে রাশিয়ার সঙ্গে প্রথম দ্বিপক্ষীয় আর্থিক চুক্তি করেছে ইরান। রোববার (৭ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ইরানি সংবাদমাধ্যম পার্স টুডে। প্রতিবেদনে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর মোহাম্মদ রেজা ফারজিনের বরাত দিয়ে জানানো হয়, সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সাথে বৈঠকের পর জাতীয় মুদ্রায় বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তারল্য সরবরাহের জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় আর্থিক চুক্তি সই হয়েছে। ফারজিন বলেন, শিগগিরই ইরানি স্বর্ণ এবং মুদ্রা বিনিময় সেন্টারে অফশোর রিয়ালের ভিত্তিতে লেনদেনের জন্য অবকাঠামো উদ্বোধন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক ও ব্যবসায়ীদের কাছে সরবরাহ করা হবে।

ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেন, আর্থিক চুক্তির ভিত্তিতে দুই দেশের স্থানীয় মুদ্রা অর্থাৎ রিয়াল ও রুবলের সাহায্যে লেনদেন হবে এবং অন্য কোনো মুদ্রা ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না। এটি দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটা বড় অগ্রগতি এবং এর ফলে স্থানীয় মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় পরিবর্তন করার কারণে সৃষ্ট অনেক ঝুঁকি দূর হবে। ইরানি ও রুশ ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

টানা তৃতীয় মেয়াদে টোকিওর গভর্নর হলেন ইউরিকো

আপনজন ডেস্ক: টানা তৃতীয়বারের মতো জাপানের রাজধানী টোকিওর গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন ইউরিকো কোইকে। ২৯ লাখ ভোট পান তিনি। রোববার (৭ জুলাই) সিটি নির্বাচনে টানা তৃতীয় মেয়াদে জয়ী হন ৭১ বছরের এই নারী রাজনীতিক।

ভোটের এক্সিট পোলের ফল অনুযায়ী, কোইকে ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে, ভোটে দ্বিতীয় হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শিনজি ইশিমারু। এই তরুণ প্রার্থী হিরোশিমার শহর আকিতাকাটার সাবেক মেয়র ছিলেন। এছাড়া তৃতীয় হয়েছেন আরেক নারী প্রার্থী রেনহো সাইতো, যিনি জাপানের অন্যতম দল ডেমোক্রেটিক পার্টির (সিডিপিজে) সমর্থিত প্রার্থী।

জাপানের পুরুষশাসিত রাজনীতিতে সবচেয়ে শক্তিশালী নারীদের একজন ইউরিকো কোইকে।

দেশটির সবচেয়ে জনবহুল শহরটির প্রথম নারী গভর্নর কোইকে আরো চার বছরের জন্য তার অবস্থান সুরক্ষিত করলেন। তবে তার সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে জন্মহার। টোকিওর জন্মহার খুবই কম, এটিকে বাড়াতে নতুন মেয়রকে নানান কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

কোইকে প্রথম মেয়র হন ২০১৬ সালে। তিনিই টোকিওর প্রথম নারী মেয়র। এরপর দ্বিতীয় মেয়াদে ২০২০ সালেও জয়লাভ করেন কোইকে।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

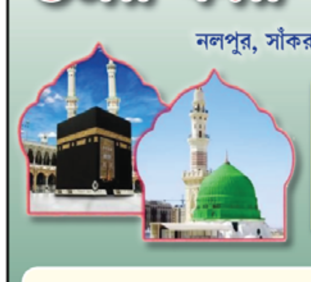

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

প্যাকেজ

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৮৪ সংখ্যা, ২৫ আষাঢ় ১৪৩১, ২ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সঠিক বোধোদয়

মানুষের জীবনে সমস্যা থাকিবেই। সমস্যা থাকিলে তাহার সমাধানেরও প্রচেষ্টা থাকিতে হইবে; কিন্তু সমস্যা লইয়া বসিয়া থাকিলে কিংবা এই ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করিলে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। মানুষের জীবনের ন্যায় সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সমস্যা রহিয়াছে; কিন্তু সমস্যা হইতে পলায়নপর মনোভব সুখকর হইতে পারে না। কথায় বলে মুশকিলে আসান। অর্থাৎ সমস্যা থাকিলে তাহার সমাধানও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাই ছোট হউক আর বড় হউক, কোনো সমস্যা দেখা দিলে তাহা মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে হইবে। সেই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করিতে পারিলে একটা না একটা সমাধান যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়, সমস্যা যতই জটিল ও বড় হউক না কেন, ইহার সমাধানের প্রচেষ্টা থাকে অব্যাহতভাবে। এই জন্য জাতীয় সমস্যায় দলমতনির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখা যায়। বিশ্বমহামারি করোনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় জাতীয় নেতাদের কথামতো সাধারণ জনগণকেও আমরা দেখিয়াছি যথাসাধ্য কৃচ্ছ সাধন করিতে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায়, ইহার বিপরীত চিত্র। সেখানে জাতীয় বড় বড় সমস্যাকেও থোড়াই কেয়ার করা হয়। এখানকার ক্ষমতাসীনদের এত সময় কোথায় যে, তাহারা ইহা লইয়া গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করিবেন। তাহারা ব্যক্তিগত, দলীয় বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ লইয়া এতটাই ব্যস্ত এবং ক্ষমতার মদমত্ততায় মোহগ্রস্ত যে, নিজ দায়িত্বের কথা অনেক সময় বেমালুম ভুলিয়া যান। তাহারা সর্বদা এমন পরিবেশ ও মেজাজে থাকেন যে, সাধারণ জনগণের বড় সমস্যাকেও অনেক সময় তাহারা সমস্যাই মনে করেন না। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, ‘চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন/ ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে?/ কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে/ কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।’ রাসেলস ভাইপারের দংশনের কী ব্যথা, তাহা যাহারা ইহার শিকার হইয়াছেন, তাহারাই কেবল ভালো বলিতে পারিবেন। অনুরূপভাবে কলকারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কী অবস্থা, উদ্যোক্তাদের ঈশানকোণে কত অশ্রুজল, যাহারা দিনে আনেন দিনে খান, বাজারে গেলে তাহাদের কী করুণ দশা, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত চিকিত্সা, শিক্ষা, আইন-আদালত হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যেই সকল সমস্যার মুখোমুখি হইতেছেন, তাহাদের কী দুর্দশা তাহা কেবল তাহারাই ভালো জানেন। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের অর্থকড়ির অভাব নাই, তাহাদের কেহ কেহ লক্ষ লক্ষ, এমনকি মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থবিত্তের মালিক, তাই এই শ্রেণির জনগণের দুঃখ-বেদনা সহজে তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। বড় ধরনের অঘটন বা বিক্ষোভ-প্রতিবাদ না হইলে তাহা তাহাদের কর্ণকুহরেও প্রবেশ করে না। কেননা তাহারা তো দিব্যি আছেন রাজার হালে। প্রজাদের সমস্যার কথা শুনিবার সময় ও ধৈর্য কোথায়? এই সকল দেশে লুম্পেন অর্থনীতি বিরাজমান। স্বাধীনতা লাভের এত বত্সর পরেও বৈধ-অবৈধ উপায়ে পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয় নাই। এই জন্য নানা অবিচার, অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির অন্ত নাই। তাহার পরও এই সকল দেশে উন্নয়নের বুলি থামিয়া নাই। মাঝেমধ্যে এমন সকল সাফল্যের কথাও জানা যায়, যাহা দেখিয়া বিশ্ববাসী বিস্মিত হইয়া পড়ে; কিন্তু দিন শেষে ইহাকে লিপিস্টিক ইকোনমি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমাদের সমাজে এমন ব্যক্তিও রহিয়াছেন, ভিতরে শত দুঃখ-যন্ত্রণা ও অভাব-অনটন থাকিবার পরও তাহারা সাজসজ্জা ও বেশভূষায় কেতাদুরস্ত থাকিতে চান। বিউটি বা জেন্টস পার্লারে যাইয়া নিয়মিত মেকআপ করেন, যাহাতে তাহাদের মুখ উজ্জ্বল দেখায়। অথচ হয়তো তাহাদের অনেকের পেটে ভাত নাই। তাহাদের ছেলে-সন্তানরা ঠিকমতো পড়াশুনা করে না; কিংবা পড়াশুনা শেষ করিলেও তাহারা এখানে সেখানে বেকার ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহার প্রত্যুত্তরে তাহারা পালটা প্রশ্ন ছুড়িয়া দিয়া বলেন যে, লেখাপড়া করিয়া কী লাভ হইবে? ভালোভাবে পড়াশুনা করিলেই কি চাকুরি পাইবার নিশ্চয়তা রহিয়াছে? তাহাদের শত বঞ্চনা, হতাশা ও দুঃখগাথাকেও পাত্তা দেওয়া হয় না। অথচ তাহারাই হইলেন আগামীর ভবিষ্যত্ এবং দেশ ও জাতির কর্ণধার। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে হাজারো সমস্যা বিদ্যমান। বিভিন্ন সমস্যার জট পাকিয়া উঠিতেছে ক্রমশ; কিন্তু এই জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা গড়িয়া উঠিতেছে না। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারও সমাধান হইতেছে না! ফলে এই সকল দেশ যেই তিমিরে ছিল, সেইখানেই রহিয়া যাইতেছে। অতএব, এই ব্যাপারে সেই সকল দেশের নেতাদের যত শিগিগর সঠিক বোধোদয় হয়, ততই মঙ্গল।

ইরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়ে কেন উদগ্রীব ইসরায়েল

কয়েক বছর ধরেই ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ বেন্নি মরিস ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছেন। আর সাম্প্রতিক কালে তিনি কোনোরকমে রাখঢাক না করেই ইরান আক্রমণ করার জন্য ইসরায়েল সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর ১ নভেম্বর হারেৎজে ‘ইরানে হামলা করার জন্য ইসরায়েল আর এখনকার চেয়ে ভালো সময় পাবে না’ শিরোনামে এক লেখায় তিনি দাবি করেন, ‘এটাই একমাত্র উপায়, যা অবশিষ্ট আছে’। লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া...**

কয়েক বছর ধরেই ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ বেন্নি মরিস ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছেন। আর সাম্প্রতিক কালে তিনি কোনোরকমে রাখঢাক না করেই ইরান আক্রমণ করার জন্য ইসরায়েল সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরে পর গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর ১ নভেম্বর হারেৎজে ‘ইরানে হামলা করার জন্য ইসরায়েল আর এখনকার চেয়ে ভালো সময় পাবে না’ শিরোনামে এক লেখায় তিনি দাবি করেন, ‘এটাই একমাত্র উপায়, যা অবশিষ্ট আছে’।

আর এ বছরের ১ জুলাই হারেৎজের ইংরেজি সংস্করণে তিনি বলেন যে ইসরায়েল যদি প্রথাসিদ্ধভাবে ইরানের পরমাণু প্রকল্পে আক্রমণ করতে না পারে, ‘তাহলে তার হয়তো রীতিবিরুদ্ধ সক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না।’ এই লেখার শিরোনামটাও ছিল খুবই উসকানিমূলক–‘টিকতে হলে ইসরায়েলকে অবশ্যই এখনই ইরানে হামলা করতে হবে।’

তিন বছর আগে ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরে হারেৎজে তিনি লিখেছিলেন, ‘সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইসরায়েলকে ঠিক করতে হবে যে সে কি প্রতিরোধমূলক আক্রমণে যাবে, নাকি পারমাণবিক শক্তিধর ইরানের সঙ্গে সমঝোতা করে তার ছায়ায় বসবাস করবে। এটা নির্ধারণের মুহূর্তটাও খুব কাছে ঘনিয়ে এসেছে।’ আবার প্রায় দেড় যুগ আগে ২০০৮ সালে নিউইয়র্ক টাইমসে এক নিবন্ধে তিনি ইরানে পারমাণবিক হামলা চালানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। কেননা ‘এর বিকল্প হলো ইরানকে আণবিক বোমার অধিকারী করা।’ অবশ্য তখন তিনি স্বীকার করেছিলেন যে উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যপ্রাচ্যে এক পারমাণবিক হলোকাস্ট ঘটে যাবে। বহু ইসরায়েলি অবশ্য বেন্নি মরিসের মতোই মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন যে ইসরায়েলের উচিত ইরানে আক্রমণ করে দেশটির পরমাণু প্রকল্প ধূলিসাৎ করে দেওয়া। তাতে ইসরায়েলের নিরাপত্তা চিরদিনের মতো নিশ্চিত হবে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের আর কোনো দেশ আজ পর্যন্ত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সামরিক হুমকি হয়ে ওঠেনি, প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার নিয়মিত হুমকি দেয়নি। অবশ্য তাঁরা কেউই ইরানে হামলার পরিণতি নিয়ে ভাবিত নন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে দুনিয়াজুড়ে কিছু প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া হলেও তাতে ইসরায়েলের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। হাজার হোক যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব তো জায়নবাদী রাষ্ট্রটির পাশে থাকবেই।

উৎসাহ যখন ওসিরাক

ইরানে হামলা চালাতে উদগ্র হয়ে ওঠা ইসরায়েলিদের কাছে ১৯৮১ সালের ৭ জুন ইরাকের ওসিরাক পরমাণু প্রকল্প কেন্দ্রে সফল হামলার ঘটনাটি বিশেষভাবে উৎসাহজনক। তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মেনশাম বেগিনের নির্দেশে অপারেশন অপেরা বা অপারেশন ব্যাবিলনের মাধ্যমে ইসরায়েলের আটটি যুদ্ধবিমান জর্ডান ও সৌদি আরবের আকাশসীমা অতিক্রম করে ইরাকের ওসিরাকের পারমাণবিক চুল্লির ওপর বোমা ফেলে কাঠামোগুলো ধ্বংস করে দেয়। প্রহরায় নিয়োজিত বিমানবিধ্বংসী ইরাকি কামানগুলো যখন গর্জে ওঠে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়েছে। নিরাপদে ইসরায়েলি বিমানগুলো নিজ দেশের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। বিশ্বজুড়ে নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, এমনকি ইসরায়েলের ভেতরেও এ অভিযান নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়। তবে ইসরায়েলের কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং প্রয়োজন মনে করলে যেকোনো দেশে হামলা করার সক্ষমতা দেশটির আছে, সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসরায়েল অবশ্য এর চেয়ে বেশি জোর দেয় এ রকম হামলা করায় তার অধিকারের প্রতি, হোক তা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি লঙ্ঘন। আবার ওসিরাকে ইসরায়েলের সফল হামলায় ভারত একই পদ্ধতিতে কাহুতায় অবস্থিত পাকিস্তানের পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালানোর চিন্তা শুরু করে। এ কাজে পাশে পায় ইসরায়েলকে। কারণ, ১৯৭৯ সালের মে মাসে বেগিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়ে সতর্ক করেন। সে সময় তিনি লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সখ্যর কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

কাহুতায় হামলার পরিকল্পনা করা হয় ছদ্ম ইসরায়েলি হামলা হিসেবে। ভারতের ‘ইকোনমিক টাইমসের’ ২০১৭ সালের ২৪ জুনের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইসরায়েল গুজরাটের জামনগর বিমানঘাঁটি ব্যবহার করে পাকিস্তানের কাহুতায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা করে, যা ভারতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অনুমোদনও করেছিলেন। সেটা ১৯৮৪ সালে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের রিগ্যান প্রশাসন ভারতকে এ রকম বিপজ্জনক অভিযানের বিষয়ে সতর্ক করে দিলে ইন্দিরা পিছু হটেন। ওদিকে পাকিস্তানও কাহুতায় সামরিক প্রতিরক্ষা জোরদার করে সম্ভাব্য ইন্দো-ইসরায়েলের যৌথ আক্রমণের আশঙ্কায়।

ইতিহাসবিদের আবেগোন্মত্ততা

ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ বেন্নি মরিস খ্যাত হয়েছিলেন সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদ (রিভিশনিস্ট হিসটোরিয়ান) হিসেবে। তিনিসহ মোট চারজনকে এই কাতারভুক্ত করা হয়েছে ইসরায়েলের ইতিহাসকে জায়নবাদীদের প্রচলিত বয়ানের বিপরীতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের জন্য। বাকি তিনজন হলেন আভি শ্লেইম, ইলান পেপে ও সিমাহ ফ্লাপান। ’৮০-র দশকে তাঁদের চারজন চারটি বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের নয়া ইতিহাসবিদ হিসেবে তাঁরা নন্দিত ও নিন্দিত হন। তাঁদের মূলকথা হলো: ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে যে তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে শরণার্থী বানানো হলো, তা ছিল জায়নবাদী পরিকল্পনার অংশ। তবে শ্লেইম ও পেপের সঙ্গে এ নিয়ে কিছুটা দ্বিমত করে মরিস বলেন যে এটা যুদ্ধ বাধার ফল হিসেবে ঘটেছিল যদিও ফিলিস্তিনিদের বিতাড়নের বিষয়টি অস্বীকারের উপায় নেই।

তবে বেন্নি মরিস সম্প্রতি কেন ইরানে হামলার জন্য এবং পারমাণবিক বোমা হামলার জন্য, এতখানি আবেগোন্মত্ত বা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হয়ে পড়লেন, তা অনেকেরই প্রশ্ন। হারেৎজে প্রকাশিত তাঁর লেখা দুটি পড়ে অনেক ইসরায়েলি এ রকম মন্তব্যও করেছেন যে তিনি বিভ্রান্ত ও অন্যদের বিভ্রান্ত করছেন।

মরিস দাবি করেছেন যে ইরানে পরমাণু হামলা চালালে ‘ইসরায়েল হয়তো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, ক্যাম্পাসের অজ্ঞ ও বুদ্ধিহীন যুবক এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক নেতাদের কাছ থেকে তীব্র নিন্দাবাদের সম্মুখীন হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনেকের কাছ থেকে সক্রিয় সমর্থন না পেলেও অন্তত উল্লেখযোগ্য সহানুভূতি মিলবে।’

ইসরায়েলি গবেষক অ্যাডাম রাজ ২ জুলাই হারেৎজে এক পাল্টা নিবন্ধে প্রশ্ন করেছেন, ‘১৯৪৫ সালের আগস্টের পর থেকে আজ পর্যন্ত লঙ্ঘিত হয়নি এমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নিষেধ ভঙ্গ করলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শুধু কিছু অভিযোগই উঠবে? এটা একটা ভিত্তিহীন উপসংহার। মরিস তো পারমাণবিক হাতিয়ার ব্যবহারের রাজনৈতিক, কূটনীতিক ও সামরিক গুরুত্ব বোঝার তাগিদই অনুভব করেননি। এটা তাঁর মাথায় নেই যে কোনো সরকারের (হোক গণতান্ত্রিক বা কর্তৃত্ববাদী) এ রকম বোমা ব্যবহারের বৈধতা নেই। বরং পারমাণবিক বিস্তার রোধের আন্তর্জাতিক প্রয়াস চলমান আছে। আর ইরানে পারমাণবিক বোমা ফেলে ও নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যাবে? এ রকম একটি বোমার ব্যবহারের পরামর্শে কেউ কি শিহরিত না হয়ে থাকতে পারে?’

রাজ আরও বলেছেন যে ইসরায়েলিদের এক বড় অংশই এখন মনে করছেন যে কূটনৈতিক অবস্থান থেকে ‘সবকিছু শেষ হয়ে গেছে’। তাই তাঁরা বিনাশ সাধনের আলাপচারিতাকে স্বাভাবিক ও বৈধ বলে ধরে নিয়েছেন। মরিস ও তাঁর মতো আরও অনেকে রাগে-ক্ষোভে-হতাশায় ফেটে পড়েছেন আর সবকিছু বিনাশের নীতি গ্রহণ করেছেন। রাজের ভাষায়, ‘৭ অক্টোবরের গণহত্যা বহু মানুষের যৌক্তিক বিবেচনা-বোধের ক্ষয় ঘটিয়েছে। যখন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছিলেন যে গাজাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে, তিনি ইসরায়েলি জনগণের কাছ থেকে এর বৈধতা পেয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে গাজায় বিমান হামলা বামপন্থীদের কাছ থেকেও তেমন কোনো সমালোচনার মুখে পড়েনি। বিপরীতে এখন অবস্থাটা এমন হয়েছে যে মোসাদের সাবেক পরিচালক তামির প্রাডো প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বলছেন যে এভাবে বোমাবর্ষণ ছিল প্রতিশোধের আক্রমণ, যা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করেছে এবং আমরা যা চেয়েছিল, তা অর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্যকে বড় পরিসরে নস্যাৎ করে দিয়েছে।’

অবশ্য মরিসের এই হিস্টিরিয়া গোছের আচরণের আভাস দেড় যুগ আগে চিহ্নিত করেছিলেন ইসরায়েলি সাংবাদিক ইয়োসি মেলম্যান। গত ৪ জুলাই হারেৎজে আরেক নিবন্ধে তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটা হলো, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ইরানের পরমাণুবিরোধী একটি অনুষ্ঠানের। সেখানে তিনি ও মরিস আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মরিস একপর্যায়ে ইসরায়েলকে ইরানের ওপর পারমাণবিক বোমা ফেলার আহ্বান জানান। মেলম্যান লিখেছেন, ‘উপস্থিত দর্শকেরা, যারা প্রায় সবাই কট্টর ইসরায়েলি সমর্থক, এই আহ্বানে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর যখন আমার কথা বলার পালা আসে, আমি আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যে এ ধরনের আহ্বান কতটা ভয়াবহ এবং একই সঙ্গে একটি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, মরিয়া ও পলাতক মনোবৃত্তির নির্দেশক।’

মেলম্যানের মতে, মরিসের রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান একদিকে চরমপন্থীর মতো, অন্যদিকে আশ্চর্যজনকভাবে বিভ্রান্তির। একদিকে তিনি ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের সময় এই ভূমি থেকে আরবদের বিতাড়নে ইসরায়েলিদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মতো পাল্টা দাবি করেছেন যে ফিলিস্তিনিদের তাড়িয়ে দেওয়াটা যৌক্তিক ছিল। মেলম্যান আরও লিখেছেন, ‘আজকে মরিস যে ইরানের ওপর পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের কথা বলছেন, প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আজ পর্যন্ত এ রকম কোনো পরামর্শ দেননি। তাঁর এই চিন্তা খাপ খায় ট্যালি গোটলিভ ও এমিচাই এলিয়াহুর মতো চরম ডানপন্থী আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে যারা পারমাণবিক বোমা মেরে গাজা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সময়-সময় ইসরায়েলের কথিত আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের জন্য মরিসের আহ্বান তাঁর একটা ঘোর হয়ে গেছে। আর এটা স্ট্যানলি কুবরিক পরিচালিত সিনেমা ড. স্ট্রেনজলভের কথা মনে করিয়ে দেয়। সিনেমায় দেখানো সেই কল্পিত, পাগল ও সাবেক নাৎসি বিজ্ঞানীর মতো মরিসও উদ্বিগ্ন হওয়া বাদ দিয়ে বোমের প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।’

আসজাদুল কিবরিয়া লেখক ও সাংবাদিক।

সৌ: প্র: আ:

অ্যারন রিভস ও স্যাম ফ্রিডম্যান

ব্রিটেনের নতুন সরকার কি শ্রেণিযুদ্ধে জড়াবে

ব্রিটেনে এমন একটি নতুন লেবার সরকার গঠিত হচ্ছে, যার শ্রেণিগঠন আগের সরকারগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।

লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভা সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ হলো, কিয়ার স্টারমারের সম্ভাব্য মন্ত্রিসভার প্রায় ৪৬ শতাংশ সদস্য ব্রিটেনের দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত ‘শ্রমিক শ্রেণি’ভুক্ত মা–বাবার সংসারে বেড়ে উঠেছেন।

বৃহত্তর শ্রমিক শ্রেণিভুক্ত জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় নিয়ে হিসাব করলে দেখা যাবে, গড় হিসেবে শ্রমিক শ্রেণির যে পরিমাণ প্রতিনিধির মন্ত্রিসভায় থাকার কথা, নতুন মন্ত্রিসভায় তার চেয়ে অনেক বেশি থাকছে। অথচ বিদায়ী কনজারভেটিভ সরকারের মন্ত্রিসভায় শ্রমিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা সদস্য ছিল মাত্র ৭ শতাংশ।

বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ সরকারে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ৬৯ শতাংশই কোনো না কোনো স্তরে অভিজাত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন। আর স্টারমারের মন্ত্রিসভায় যাঁরা থাকছেন, তাঁদের মাত্র ১৭ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছেন। এটি আগেকার লেবার মন্ত্রিসভার তুলনায়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। টনি ব্লেয়ারের প্রথম মন্ত্রিসভার প্রায় ৩২ শতাংশ সদস্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছিলেন। তাঁর আগেকার হ্যারল্ড উইলসনের মন্ত্রিসভার ৩৫ শতাংশ এবং ক্লেমেন্ট অ্যাটলির মন্ত্রিসভার ২৫ শতাংশ সদস্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে এসেছিলেন।

বর্তমানে পুরো ব্রিটেনের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ ব্যক্তি কোনো না কোনো সময়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত হয়েছেন।

লেবার সরকারের মন্ত্রিসভার এই বৃহৎ পরিবর্তনকে মূর্ত করেছেন স্বয়ং স্টারমার। শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক, এমনটা বোঝাতে তিনি নির্বাচনী প্রচারণার সময় বারবার বলেছেন, তিনি একজন টুল মেকারের (কারখানার বিভিন্ন ধরনের পণ্য বানানোয় ব্যবহার্য বিশেষত হস্তচালিত মেশিন বা ‘টুল’ যাঁরা তৈরি করেন) ছেলে। ঋষি সুনাকের বিরুদ্ধে প্রথম বিতর্কে স্টারমার বলেছিলেন, ‘আমরা এমন অবস্থায় ছিলাম যে আমরা ঠিকমতো আমাদের পরিষেবা বিল মেটাতে পারতাম না। এ কারণে আমি সে ধরনের অবস্থায় পড়া মানুষের মনের অবস্থা বুঝতে পারি।’

এটি ঠিক যে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠে পরে অভিজাত পরিমণ্ডলে পা রাখা বা নেতৃত্বের আসনে বসা ব্যক্তিদের পরিবর্তিত জীবন রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। ‘বর্ন টু রুল: দ্য মেকিং অ্যান্ড রিমেকিং অব দ্য ব্রিটিশ এলিট’ শিরোনামে লেখা আমাদের (এই নিবন্ধের লেখক অ্যারন রিভস ও স্যাম ফ্রিডম্যান) নতুন বইয়ে আমরা এমন তিন হাজারের বেশি লোকের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছি যাঁরা ব্রিটেনের ‘উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি’।

এ সমীক্ষায় আমরা দেখেছি, শুধু শ্রমিক শ্রেণি নয়, ব্রিটিশ অভিজাত পরিবার থেকে উঠে আসা নেতাদের মধ্যেও রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বামপন্থার দিকে একধরনের ঝোঁক থাকে। তাঁরা সাধারণত ধনীদের ওপর কর বাড়ানোর পক্ষে থাকেন, দারিদ্র্য হ্রাসের ওপর জোর দেন এবং তাঁদের মধ্যে ব্রিটেনকে একটি বর্ণবাদী দেশ মনে করার প্রবণতা বেশি থাকে।

আমরা ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া প্রতিটি রায় বিশ্লেষণ করেছি এবং দেখেছি যে উচ্চ শ্রেণির পরিবার থেকে উঠে আসা বিচারকদের দেওয়া রায়গুলো (যেমন রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করে বা বড় ব্যবসাকে সমর্থন করে দেওয়া রায়) জনগণের অধিকারের পক্ষে থাকে।

পারিবারিক উৎসের এই প্রভাব রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে অধিকতর তীব্র হতে পারে। শ্রমিক শ্রেণির পরিবার থেকে উঠে আসা লেবার এমপিদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারগুলো স্পষ্ট করেছে যে তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়ের শেকড় তাঁদের প্রথম দিককার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের বামের দিকে ঝুঁকে থাকা মা–বাবা, দাদা-দাদির প্রভাবের সঙ্গে জোরালোভাবে প্রোথিত।

স্টারমার সরকারের শ্রেণিগঠন যে তাঁর নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করবে, ইতিমধ্যেই তার কিছু আলামত দেখা গেছে। যেমন ভাবি এই প্রধানমন্ত্রী প্রাইভেট স্কুলগুলোয় কর বাড়ানো এবং ‘নন-ডোম’ ট্যাক্স অব্যাহতি (নন-ডমেস্টিক, অর্থাৎ যাঁরা ব্রিটেনে থাকেন, কিন্তু অন্য দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন) বাতিল করার বিষয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছেন। এই দুটো এমনই সমস্যা যা অতীতে লেবার সরকারগুলো আমলে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে নতুন সরকার একটা শ্রেণিযুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদেরা ঘন ঘন অবস্থান পাল্টালেও বেশির ভাগ অভিজাত ব্যক্তি তুলনামূলক বেশি সময় নিজেদের নীতিগত অবস্থান ধরে থাকেন। ফলে স্টারমার, দলের দ্বিতীয় প্রধান নেতা অ্যাঞ্জেলা রেনার ও ছায়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিংয়ের মতো লেবার নেতাদের অভিজাত আমলা ও ব্যবসায়িক জগতের লোকদের সঙ্গে আপন হয়ে কাজ করতে হবে।

আমাদের গবেষণা দেখিয়েছে, গত শতাব্দীতে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যক্তিরা ব্রিটিশ অভিজাতদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৮৯০ সালের দশক থেকে ধরলে দেখা যাবে, শীর্ষ সম্পদশালী ১ শতাংশ পরিবার থেকে আসা লোকদের পক্ষে অভিজাতদের সঙ্গে ওঠাবসা ও তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারার সম্ভাবনা সাধারণ লোকদের তুলনায় ২০ গুণ বেশি থাকে।

ব্রিটেনের ৯টি অভিজাত প্রাইভেট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি গ্রুপ আছে। ব্রিটিশ অভিজাতদের কাছে তাঁদের পৌঁছানোর সম্ভাবনা সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় ৫২ গুণ বেশি। ফলে এই উচ্চস্তরের শ্রেণির প্রসার গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই এ সত্য বুঝবেন এবং অভিজাত শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণিকে মুখোমুখি করা থেকে বিরত থাকবেন।

অ্যারন রিভস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক নীতির অধ্যাপক এবং স্যাম ফ্রিডম্যান; লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

বসিরহাটে ছেলে ধরা সন্দেহে ফের গণপিটুনি, পুলিশের সামনে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মমিনপুর দাসপাড়াতে ফের চোর সন্দেহে গণপ্রহারের ঘটনা ঘটল। এক যুবককে ছেলে ধরা সন্দেহে বেঁধে রেখে মারধর শুরু করে স্থানীয় যুবকরা। ঘটনাস্থলে মাটিয়া থানার পুলিশ ।
অভিযোগ ওই যুবক অসংলগ্ন অবস্থায় এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। তার কাছ থেকে একটি বস্তা পাওয়া গেছে ।তাকে এলাকার বেশকিছু যুবক সন্দেহ করে তাঁর কথা শোনার আগেই তাকে মারধর শুরু করে। এলাকার বেশ কিছু গ্রামবাসী এই মারধরের ঘটনায় যুক্ত হয়। ইতিমধ্যে রাজ্য প্রশাসন সতর্ক করার নির্দেশিকা জারি করেছে ।আইন হাতে তুলে নেবেন না তার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে নবান্ন থেকে। কিন্তু থোড়াই কেয়ার প্রশাসনকে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফের ছেলে ধরা সন্দেহ যুবককে মারধর চলছেই। এত মাইকিং প্রচার পুলিশের কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাহলে কি তাদের কানে সচেতনতার বার্তা পৌঁছাচ্ছে না? ফের একবার প্রশ্ন উঠল এই ঘটনাকে ঘিরে। অন্যদিকে,আবারো চোর সন্দেহে মারধর যুবককে। পাঁচ বন্ধু কাজের শেষে রথের মেলায় ঘুরতে বেরোয়। রাস্তায় ঘুরতে দেখে তাদের দাঁড় করিয়ে এক ব্যক্তি মারধর শুরু করে। ওই ব্যক্তিটি নিজেকে পুলিশ বলে পরিচয় দেয় ।তাদের কাছ থেকে ফোন কেড়ে নেওয়ার ও অভিযোগ ওঠে। আহত যুবকরা প্রত্যেকেই বর্ধমানের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে কাঁকিনাড়া মাদ্রালে থাকে। ঘটনাটি ঘটে কাঁকিনাড়া পানপুর বিডিও অফিসের সামনে। এদের মধ্যে একজনকে ভাটপাড়া থানা আটক করে।

প্রকাশ্যে মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

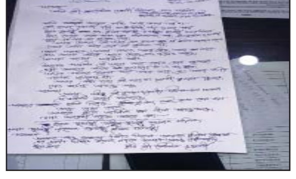

আপনজন: বাড়ির সামনে মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদী পরিবারকে মারধর করার অভিযোগ। ঘটনা রাজারহাটের ভাতুরিয়া এলাকায়। রাজারহাট থানায় অভিযোগ দায়ের আক্রান্ত পরিবারের। মহিলা এবং ৬ বছরের শিশু সহ ৫ সদস্যকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ। অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতা কল্যাণ লোধের শ্যালক হীরক মুখার্জি সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে রাজারহাট থানায় অভিযোগ করতে আসলে সেই অভিযোগ প্রথমে পুলিশ নিতে চাইনি বলে অভিযোগ আক্রান্ত পরিবারের। পরে অভিযোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিবাদী কুশল চক্রবর্তী।স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার রাতে রাজারহাট ভাতুড়িয়া এলাকায় বাড়ির সামনে বসে ছিল মদের আসর। প্রতিবাদ করাতে আক্রান্ত হয় গোটা পরিবার। মদ্যপ দুষ্কৃতিদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন কুশল চক্রবর্তী নামে এক যুবক এবং তাঁর পরিবার। দুষ্কৃতি দলের মারধরে রক্তাক্ত হয় মহিলা এবং শিশু সহ প্রতিবাদী পরিবারের পাঁচ সদস্য। মহিলা সদস্যদের উপর শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ। রবিবার রাতে রাজারহাটের তৃণমূল নেতা কল্যাণ লোধের শ্যালক সহ বেশ কয়েকজন তান্ডব চালায় বলে অভিযোগ। রাতেই আক্রান্ত কুশল চক্রবর্তী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা রক্তাক্ত অবস্থায় রাজারহাট থানায় আসে। প্রথমে অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ আক্রান্ত পরিবারের। পরে অভিযোগ নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন প্রতিবাদী কুশল চক্রবর্তী। থানার সামনে অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন আক্রান্ত গোটা পরিবার। তাদের প্রত্যেকের শরীরে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা। সোমবার সকাল থেকে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রত্যেকের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।

পাখি, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা সভা

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: রথযাত্রা উপলক্ষে ' ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন ' এর উদ্যোগে আমতা ও উলুবেড়িয়ায় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও ভারতীয় প্রজাতির পাখি ধরা, নিধন ও চোরাচালান রুখতে সচেতনতা শিবির ও বৃক্ষ প্রদান কর্মসূচী পালিত হল।
সচেতনতা শিবির গুলিতে ' ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন ' এর সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ বলেন, আমাদের আশপাশের জীব বৈচিত্রের সঙ্গে আমাদের ভালো থাকা বা মন্দ থাকার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পরিবেশের জীব বৈচিত্র্য ভালো রাখতে না পারলে আমাদের ভালো থাকা প্রায় অসম্ভব। যুগ যুগান্তর ধরে প্রত্যেক ও পরোক্ষভাবে মানুষ খাদ্যের যোগান দিয়ে চলেছে পাখি। পাশাপাশি গাছের বীজ ছড়িয়ে বনায়ন, পরাগমিলন এবং কৃষিকাজে ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে তাদের বংশ বিস্তার রোধ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের চিরকাল মঙ্গল করে চলেছে পাখি।
পাখিদের নয়নাভিরাম বর্ণময়তা নিঃসন্দেহে নান্দনিক মূল্য বহন করে; তাদের কুজন আমাদের মন ভালো করার এক দারুণ ঔষধ। পাখি যা জীব বৈচিত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সহায়তা করে, মানুষের ভালো থাকা তথা বেঁচে থাকতে দেয়। পাখি যারা এই ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দেরকে খেয়ে প্রাকৃতিক ভাবে ফসলের ক্ষতি সাধন রোধ করে তথা কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস করে।

ঝাঁ চকচকে শৌচালয় তালা বন্ধ, জঙ্গলের আড়ালে শৌচকর্ম সারতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে!

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সাদা ও সবুজ রং করা ঝাঁ চকচকে শৌচালয়। একদিকে লেখা রয়েছে পুরুষ আর অন্যদিকে লেখা রয়েছে মহিলা। যে কোনও ব্যক্তির জোরে বেগ এলে ছুট লাগাতেই পারেন ওই কক্ষের দিকে। কিন্তু সামনে গিয়েই অবাক হতে হয়। তালা বন্ধ! হয় আপনাকে জঙ্গলের আড়ালে শৌচকর্ম সারতে হবে, নাহলে হাসপাতালের ভিতরে যেতে হবে। তবে হাসপাতালের ভিতরের শৌচালয় যে পরিষ্কার তা মোটেও নেই। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে গেলে এমনটাই দৃশ্য দেখা যাবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতাল চত্বরে ২০২৩ সালে মার্চের ২৭ তারিখে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শৌচালয়। সেই শৌচালয়টি একদিনের জন্যও ব্যবহার হয়নি বলে অভিযোগ। ১৩ মাস ধরে তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এতে চরম সমস্যায় পড়েছে রোগীর পরিবার ও আত্মীয়রা। এমনকি হাসপাতালের পুরনো শৌচালয়টিও দীর্ঘ বছর ধরে বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের। এই নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে রোগীর আত্মীয়রা। তবে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন,বিষয়টি আমার জানা ছিল না। আমি খোঁজ নেব।
স্থানীয় বাসিন্দা মনসুর আলি বলেন,হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লক এলাকার অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন। বহির্বিভাগ ও হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর সংখ্যা অনেক সময় হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল চত্বরে নেই কোন শৌচালয়। এক ডাক্তারবাবুর চেম্বার লাগুয়া টিনের তৈরি শৌচালয়ে গিয়ে শৌচকর্ম করেন অনেকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের উদাসীনতায় জন্য এই অবস্থা বলে অভিযোগ। গোপাল দাস নামে এক রোগীর আত্মীয় বলেন,এমন কোন আর্থিক সামর্থ্য নেই যে রোগীকে বাইরের কোন হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করবো। বাধ্য হয়েই কাছের এই হাসপাতালে এসেছি। এখানকার শৌচালয়গুলির যা অবস্থা রোগীকে সুস্থ করতে নিয়ে এসে নিজেরাই অসুস্থ হয়ে পড়ছি।
একই অভিযোগ সুকুমার সিং নামে এক ব্যক্তির। তিনি বলেন,হাসপাতাল চত্বরে কোনো শৌচালয় নেই। রাতের বেলা চরম সমস্যায় পড়তে হয়। যতো দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব তালাবন্ধ শৌচালয় টি খোলা হোক এবং শৌচালয়গুলো নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দাবি জানাচ্ছি। এবিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান অজয় পাশওয়ান বলেন,
আমার সময়কালে শৌচালয় টি তৈরি করা হয়নি। তবে বিষয়টি তার নজরেও এসেছে, এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিএমওএইচের সাথে কথা বলব। যতো দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব হাসপাতাল চত্বরের শৌচালয়টি চালু করা হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন,আমরা বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তবে হাসপাতালের ভিতরের শৌচালয়গুলি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়।
মালদহ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ী কে ফোন ও ম্যাসেজ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি এবং ম্যাসেজের কোনো উত্তর দেননি।

জ্যোতি বসুর জন্ম দিবস পালন ও বৃক্ষরোপণ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সিপিআইএম এর দলীয় কার্যালয় রাজনগরে সোমবার জ্যোতি বসুর ১১১ তম জন্মদিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করলেন সিপিআইএম কর্মী সমর্থকেরা। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে তার কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। পাশাপাশি জ্যোতি বসুর জন্ম দিবস উপলক্ষে সিপিআইএম দলীয় কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি স্মরণীয় করে রাখা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বীরভূম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শীতল বাউরি, জেলা সদস্য শুকদেব বাগদি, এরিয়া কমিটির সম্পাদক উত্তম মিস্ত্রি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সজল ধারা প্রকল্পে কল আছে বাড়ি বাড়ি, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না জল!

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: একশ্রেণীর অসাধু মানুষ সরকারের একটি সুন্দর প্রকল্পকে কিভাবে নষ্ট করতে হয় তার চূড়ান্ত নিদর্শন লিখেছেন পূর্ব বর্ধমানে । পি এইচ পি বা কোন কোন জায়গায় সজল দ্বারা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল । সেখান থেকে দেখানো হয়েছিল যে এই প্রকল্পের জল বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে এই প্রকল্প গুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে । বর্তমানে পূর্ব বর্ধমানের বেশিরভাগ বাড়িতে এই জল প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে মানুষের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকল্পগুলি নষ্ট করে রাজ্য সরকারকে কালিমা লিপ্ত করেছে একটি অসাধু চক্র । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম জনমুখী প্রকল্প পি এইচ ই বা কোনো কোনো জায়গায় সজল ধারা প্রকল্প ।এই প্রকল্প একেবারে ধ্বংসের মুখে । পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকা এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে কল পৌঁছালেও সেই কলে জল পৌঁছাচ্ছে না ।সাধারণ মানুষ পরিশুদ্ধ পানীয় জল না পেয়ে ক্ষোভে ফুসছে । এই জল প্রকল্প করতে গিয়ে গ্রামে গ্রামে রাস্তা গুলির খুঁড়ে নষ্ট করা হয়েছে কিন্তু সেই রাস্তা মেরামত করে দেয়া হয়নি । এই জল প্রকল্পের ইলেকট্রিক বিল বাড়ি বাড়ি থেকে কোন গোষ্ঠীর মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে কিন্তু ইলেকট্রিক দপ্তরে সেই টাকা পৌঁছায়নি। ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে। অসাধু কন্টাকটাররা বিভিন্ন জায়গায় প্রভাবশালী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই প্রকল্প বারোটা বাজিয়েছে । সরকারিভাবে টাকা আদায় করার জন্য কখনো ভাল্ব বন্ধ করে বা খুলে জল বেরোচ্ছে দেখিয়ে পয়সা তুলে নিচ্ছে কিন্তু মানুষ কোন পরিষেবা পাচ্ছে না। সজল ধারা প্রকল্প নিয়ে খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ বি ডি এর সভা ঘরে রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়কে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন মন্ত্রী পুলক রায় এ বিষয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছু হয়নি।
সজল ধারা প্রকল্প একটি ফ্লপ প্রকল্প পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে কারো কোন নজর দারি দেখা যাচ্ছেনা সাধারণ মানুষ কষ্টের মধ্যে আছে । পূর্ব বর্ধমানের সগরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মির্জা জাকির হোসেন বলেন আমরা বারবার পি এইচ এর সঙ্গে মিটিং করেছি কিন্তু সেখানেও সমস্যা সমাধান হয়নি ।
অনেক জায়গায় বর্ধমান আরামবাগ রোড মেরামত হওয়ার কারণে রাস্তা খোঁড়া হয়েছে সেই সময় পিএইচির পাইপও নষ্ট হয়ে গেছে এই কারণে পিএইচ ই বা সজল ধারা প্রকল্পে জল পাচ্ছে না বলে অনেকের ধারণা। ফলে জনমুখী জল প্রকল্প থমকে থাকা নিয়ে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রয়োজনও কেউ মনে করছেন না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারিভাবে যে টিউবওয়েলগুলো ছিল সেই টিউবওয়েল গুলো এখন মেরামত করা হচ্ছে না। খণ্ডঘোষের বিডিও অভিক কুমার ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন এই নিয়ে কিছু সমস্যা আছে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি, কারণ কোন কোন জায়গায় এর মেন্টেনেন্স এর ক্ষেত্রে পি এইচ ই, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এইগুলি ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল । পঞ্চায়েতকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। কোন জায়গা সমস্যা হলে আমাকে জানালে আমি সেই জায়গায় দ্রুত সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবো ।

প্রধান শ্রীঘরে, উপপ্রধান প্রিয়াঙ্কাকেই প্রধানের দায়িত্ব নাজিরপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদার মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বিগত ১৫ দিন ধরে থমকে ছিল। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা পড়ে মানিকচক পুলিশের হাতে, বর্তমানে শ্রীঘরে। ফলে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল দিনের পর দিন। উপরন্ত ছিল জনসাধারণের চাপ। রাস্তাঘাট পানীয় জল ভাতা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাহত হচ্ছিল পরিষেবা। ফলে সাধারণ মানুষদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল চাপা ক্ষোভ। শেষমেষ সব কালো মেঘের অবসান ঘটিয়ে মানিকচক সমষ্টি আধিকারিকের নির্দেশে সোমবার ১৬ জন সদস্যের সমর্থনে প্রধানের দায়িত্ব পেলেন গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান প্রিয়াঙ্কা মন্ডল। নবনিযুক্ত প্রধান জানান, আমরা বিগত ১৫ দিন ধরে কোন কাজকর্মই করতে পারছিলাম না। ফলে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা থেকেও থেকে যাচ্ছিল। সোমবার আমি দায়িত্ব পেলাম। আগামী দিনে পঞ্চায়েত পরিষেবা যাতে সাধারণ মানুষ সঠিক গতিতে পৌঁছই সে চেষ্টা রাখব। এ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্য সৌরভ পোদ্দার জানান, প্রধান সাহেব না থাকায় ব্যাহত হচ্ছিল পরিষেবা। এলাকার উন্নয়ন কোনভাবেই এগোচ্ছিল না। এ বিষয়ে আমরা মানিকচক বিডিও সাহেবকে জানিয়েছিলাম। আজ বিডিও সাহেবের নির্দেশে পঞ্চায়েতের নব নিযুক্ত প্রধানের পদ পূরণ হল। আগামী দিনে পঞ্চায়েত পরিষেবা সঠিকভাবে সাধারণ মানুষ পাবে বলে জানান তিনি। নতুন উদ্যোগে শুরু হচ্ছে ওই পঞ্চায়েতের সব কাজকর্ম। দ্রুত গতিতে হবে উন্নয়নের কাজ।

বসবাসের ঘর ভাগ করা নিয়ে বেধড়ক মার

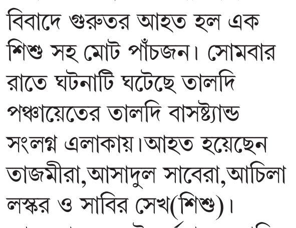

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: বসবাসের ঘর ভাগ করা কে কেন্দ্র করে পারিবারীক বিবাদে গুরুতর আহত হল এক শিশু সহ মোট পাঁচজন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে তালদি পঞ্চায়েতের তালদি বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়।আহত হয়েছেন তাজমীরা,আসাদুল সাবেরা,আচিলা লস্কর ও সাবির সেখ(শিশু)। আহতরা সকলেই বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বসবাসের একটি ঘর ভাগ করা কে কেন্দ্র করে বচসা বাধে লস্কর পরিবারের মধ্যে। সেই সময় সাজাহান,মোস্তাফা,আনারুল,আঞ্জু, আঞ্জিলা লস্কররা কাঠ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে আসাদুল লস্কর কে।অন্যান্যরা তাকে উদ্ধার করতে গেলে তাদেরকে ও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এক শিশু সহ পাঁচজন আহত হয়।

বুলডোজার অভিযান ফের শুরু বোলপুরে

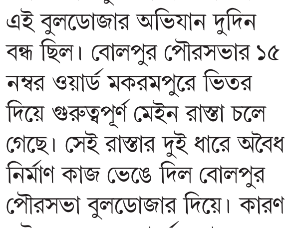

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ফের শুরু হল বোলপুর পৌরসভার বুলডোজার অভিযান। এই বুলডোজার অভিযান দুদিন বন্ধ ছিল। বোলপুর পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড মকরমপুরে ভিতর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেইন রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তার দুই ধারে অবৈধ নির্মাণ কাজ ভেঙে দিল বোলপুর পৌরসভা বুলডোজার দিয়ে। কারণ এই ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুল আছে। এই স্কুলে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে থাকে তার ফলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই রাস্তার দু'ধারে অবৈধ নির্মাণ ভেঙ্গে রাস্তার কাজ ভালোভাবে সম্প্রসন করা হবে বলে আশা করা যায়। মকরমপুরের এই রাস্তা দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এই রাস্তায় বহু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তবুও রাস্তা ঠিকঠাক মেরামতির কাজ শুরু হয়নি।

ফের উচ্ছেদ অভিযান নামল জেলা প্রশাসন, এবার পুরাতন মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের উচ্ছেদ অভিযান নামলো জেলা প্রশাসন । এবার পুরাতন মালদার মহিষবাথানি অঞ্চলের আদিনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জায়গার উপর জবরদখল হয়ে থাকা ক্লাব উচ্ছেদ অভিযান চালালো প্রশাসন। সোমবার সাত সকাল ঘটনা কি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় জুড়ে। এদিন সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং এর নেতৃত্বে চলে এই অভিযান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা ব্লকের জয়েন্ট পৃথ্বীশ চ্যাটার্জী মালদা থানার আইসি মোমেন চক্রবর্তী ও ব্লক প্রশাসন এবং বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে এই অভিযান চালানো হয়। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় সেই ক্লাব ঘর।জানা গিয়েছে পিডব্লুউডির জায়গা জবরদখল করে গড়ে ওঠা একটি টিনের ক্লাবঘর উচ্ছেদ করতে নামানো হল বিশাল পুলিশ বাহিনী। উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন খোদ সদর মহকুমা শাসক। তার উপস্থিতিতেই বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে গড়িয়ে দেওয়া হল টিনের ক্লাবঘর। সোমবার সাত সকালে মালদা জেলা প্রশাসনের তরফে এমনই জবরদখলমুক্ত অভিযান নজরে এল পুরাতন মালদার মহিষবাথানী অঞ্চলের গোটাপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, আদিনা স্টেশন যাওয়ার রাস্তায় গোটাপাড়ার কাছে পিডব্লুউডির জায়গা দখল করে বছর খানেক আগে একটি টিনের ক্লাবঘর গড়ে ওঠা। ওই ক্লাবঘর নিয়ে আপত্তি জানান ক্লাবের ঠিকপাশেই বসবাসকারী এক মহিলা। এছাড়াও এলাকাবাসীর তরফে ক্লাবে অসামাজিক কর্মকান্ডের অভিযোগ তোলা হয়। সেই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই ক্লাবঘর সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে সাতদিনের সময়সীমা দেওয়া হয়। কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেই নোটিশে কর্ণপাত না করায় সোমবার সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে, বুলডোজার চালিয়ে ওই টিনের ক্লাবঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। তবে সরকারি জায়গা জবরদখল করে থাকা সামান্য একটি ক্লাবঘর উচ্ছেদ করতে গোটা এলাকা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ করে দেওয়ার ঘটনায় অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন এলাকায় ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বহড়ুতে পথ দুর্ঘটনায় ২ জন সংকটজনক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বেপরোয়া যান চলাচলে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা রবিবার রাতে জয়নগর থানার বহড়ুতে,আহত তিন,আশংকাজনক অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয় দুজনকে।একজনের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, রবিবার রাতে জয়নগর থানার বহড়ু কলুর মোড়ের বীণাপানি মিষ্টান্ন ভান্ডারের কর্মচারী রনজিত কয়াল অরফে ভুতো দোকানের কাজ থেকে ছুটি করে সাইকেল নিয়ে বহড়ু তাঁতি পাড়ার বাড়ির দিকে যাচ্ছিল।আর বহড়ু কানাইয়ের মোড়ে জয়নগর মুখি একটি মোটর সাইকেল হাইস্পিডে এসে ওই সাইকেল চালককে সজোরে ধাক্কা মেরে রাস্তার ওপর পড়ে যায়।স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে মোটর সাইকেল চালক, মোটর সাইকেল আরোহী ও সাইকেল চালককে উদ্ধার করে জয়নগরের সত্যজিত নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। কিন্তু মোটর সাইকেল চালক ও সাইকেল চালককের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় নার্সিংহোমের চিকিৎসক কলকাতার হাসপাতালে তাদের স্থানাতরিত করে দেয়। আর গুরুতর আহত বাইক চালককের চিকিৎসা চলছে কলকাতার পিজি হাসপাতালে এবং সাইকেল চালক ভর্তি আছেন নীলরতন সরকার হাসপাতালে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ফেল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সেমিস্টারের ফলাফলে ডাহা ফেল ৯৭ শতাংশ। মাত্র ৩ শতাংশ পড়ুয়া নিজেদের মূল বিষয়ে পাশ করেছেন। তবে মূল বিষয়ে তারা ফেল করলেও বাকি দুটি প্রধান বিষয়ে যে কোন একটিতে উত্তীর্ণ হওয়ায় তারা দ্বিতীয় সেমিস্টারে চলে গিয়েছে। তাই প্রকাশিত এই ফলাফল প্রত্যাহারের দাবি সহ একাধিক দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ক্যাম্পাস জুড়ে মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হল একটি ডেপুটেশন। ডেপুটেশন এবং আন্দোলন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেয় মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

একুশে জুলাই নিয়ে মিছিল রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী একুশে জুলাই কলকাতা ধর্মতলায় তৃণমূলের শহীদ দিবস পালনের কর্মসূচি রয়েছে। সেই শহীদ দিবসকে সফল করার লক্ষ্যে রাজনগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোমবার রাজনগরে একটি মিছিল ও সভা আয়োজিত হয়। স্থানীয় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় সংলগ্ন স্থানে সভা আয়োজিত হয় এবং সেখান থেকে মিছিল সহযোগে তৃণমূল নেতাকর্মীরা রাজনগর বাজার পরিক্রমা করেন।মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

জীবনে সাফল্যের নানা দিক ও একাগ্রতা

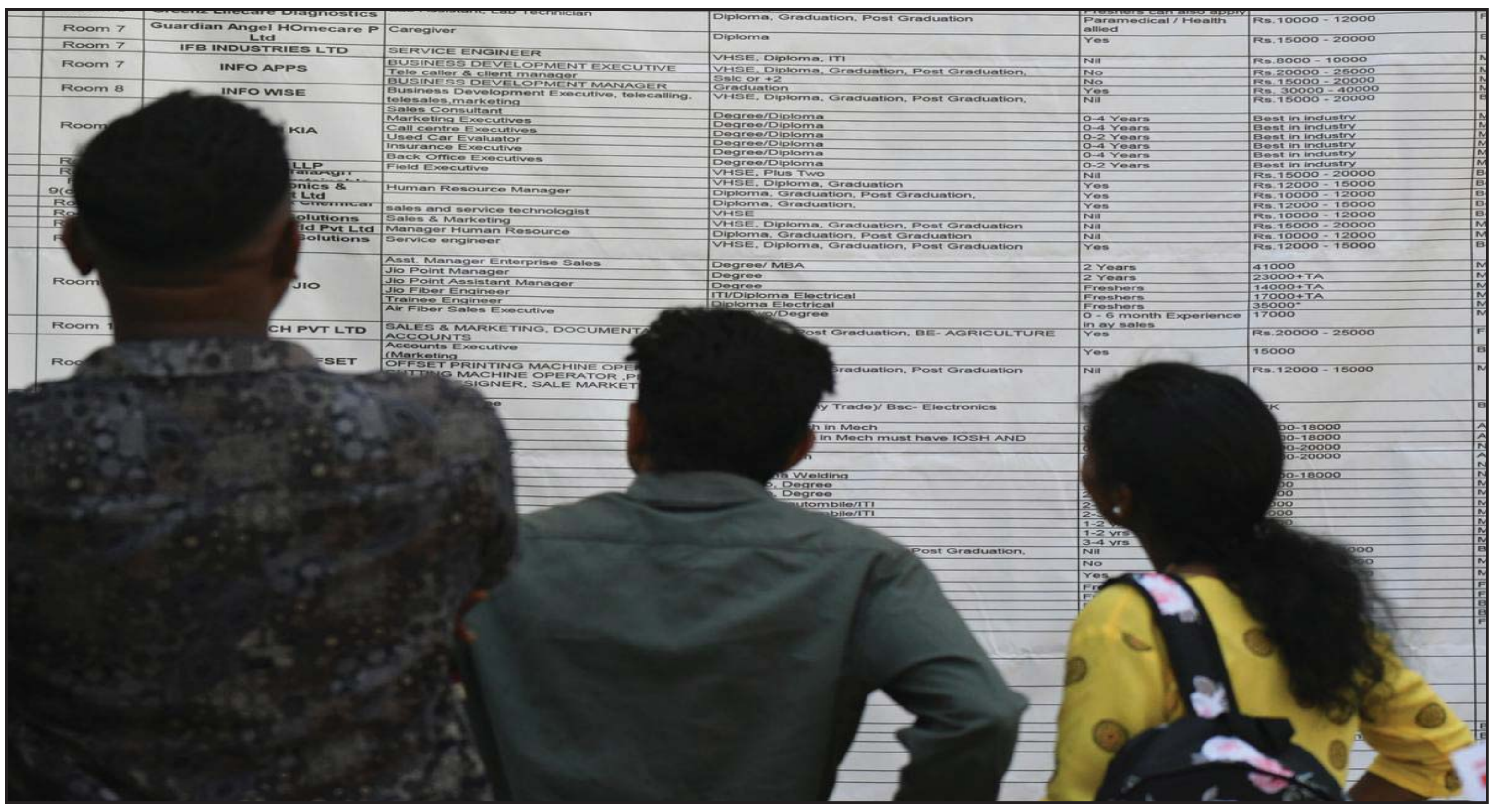

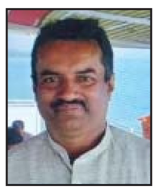

ডঃ সন্দীপ রায়
শিক্ষক, হিন্দু স্কুল
লেখক ও গ্রন্থকার

একবার কৌরব ও পান্ডবরা জঙ্গলে শিকার করতে গেছেন। প্রতিবারের মতো তাদের শিকারি কুকুর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ডাকতে শুরু করে। তারপর হঠাৎ কুকুরটা চুপ হয়ে যায়। খোঁজ করতে গিয়ে পাণ্ডবরা দেখেন, ছ-খানা তার কুকুরের মুখের চারপাশে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে সে আর আওয়াজ করতে পারছে না। অনুসন্ধান করতে করতে তাঁরা দেখা পেলেন চাবুকের মত শরীরের অধিকারী এক কৃষ্ণবর্ণ যুবকের –নাম তাঁর একলব্য। পান্ডবদের দেখামাত্র একলব্য অর্জুনের কপালের দিকে সোজাসুজি তাক করে তীর ধরলেন। অর্জুন জানতেন একলব্যের অটল একাগ্রতা তাঁকে কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেবে না । নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা অর্জুন গুরু দ্রোনকে বাধ্য করলেন 'গুরুদক্ষিণা' হিসেবে একলব্যের 'বুড়ো আঙ্গুল' চেয়ে নিতে। একাগ্রতার দাম এ'ভাবেই চুকাতে হয় একলব্যকে।

এই জগতে দুটি মনের মধ্যে তফাৎ কোথায়? তারতম্য শুধু একাগ্রতায়, যার মনের একাগ্রতা বেশি, সে অনেক তাড়াতাড়ি ও অনেক বেশি জ্ঞান লাভ করতে পারে। মনের একাগ্রতা কী করে আসে? সাধারণত ইন্দ্রীয়সমূহ মনের একাগ্রতা আনে। কেউ গান শুনে তন্ময় হয়ে যান, কেউবা প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে নির্বাক হয়ে পড়েন। কেউ কেউ মনে করেন শরীর আমাদের জন্য যে গণ্ডি তৈরি করে রেখেছে, তাকে অতিক্রম করে অতীচেতন স্তরে পৌঁছাতে পারলেই একাগ্রতার জন্ম হয়। যে মন যত স্থূল, যার নৈতিক চরিত্র যত কলুষিত, তাঁর পক্ষে মনোসংযোগ করা কঠিন। একাগ্রতার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হল সুনীতিপরায়ণ হওয়া – অর্থাৎ জীবনে কারো অনিষ্ট না করা, পূর্ণ পবিত্রতা ও কঠোরতা, এগুলো একাগ্রচিত্ততার জন্য অপরিহার্য। একাগ্রতা আনতে গেলে হিংসা, দ্বেষ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে এবং দানশীল হতে হবে ।

স্বামী বিবেকানন্দ একাগ্রতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন , "আমার কাছে শিক্ষার মূল বিষয় হলো মনের একাগ্রতা , তথ্য সংগ্রহ করা নয় , যদি আমাকে আবার পড়াশোনা করতে হয় এবং এ বিষয়ে কোনোও কণ্ঠস্বর থাকে , আমি মোটেই তথ্য অধ্যায়ন করবো না। আমি একাগ্রতা এবং বিচ্ছিন্নতার শক্তি বিকাশ করব এবং তারপরে একটি নিখুঁত যন্ত্র দিয়ে আমি ইচ্ছামতো তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।" মনের একাগ্রতার সঙ্গে শিক্ষার এমন সংগ্রামী সম্পর্ক বিষয়ে স্বামীজি আরো বললেন , "মানুষের জিনিস শিখতে অনেক সময় লাগে, কারণ তারা তাদের মনকে ইচ্ছামতো একাগ্র করতে পারেনা।" একাগ্র চিত্ত মনে গভীরতা ও গতির প্রাবল্য আসে - ফলে যে কোন শিক্ষাকে আয়ত্ত করা নিশ্চিত হয় ।

একই পেশায় একজনের উচ্চ কৃতিত্ব ও সাফল্য ও অন্যজনের মাঝারি সাফল্য বা ব্যর্থতার মাঝে দুঃখ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে একাগ্রতা ।

স্বামীজীর ভাষায় আবার বলতে একাগ্রতার মাত্রা ও ক্ষমতায় প্রাণী থেকে মানুষকে ও মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয় । স্বামীজি এই একাগ্রতাকে "ঘনত্বের ক্ষমতা" বলে অভিহিত করেছেন । একাগ্রতা দুটি উপাদান - সংযুক্তি ও ইচ্ছামত বিচ্ছিন্নতা উভয়ই । সবাই প্রথমটি বিকাশের জন্য সচেষ্ট কিন্তু ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন করতে না পারলেই দুঃখ কষ্ট ধেয়ে আসে । তাই নিজেকে নিরাপদ করতে গেলে একাগ্রতা দুটি বিষয়ের অনুশীলনই কাম্য । উন্নত একাগ্রতার জন্য মন কি প্রস্তুত ? প্রশিক্ষণ ছাড়া মানসিক একাগ্রতা অর্জন কার্যত অসম্ভব , স্বামীজি ব্যাখ্যা করেছেন - "মনকে প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ হল শ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে শুরু করা , নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস শরীরকে একটা সুরক্ষা অবস্থায় রাখে এবং তখন মনের কাছে পৌঁছানো সহজ হয়।" স্বামীজির কথাই শ্বাসের পরে একাগ্রতা অনুশীলনের ধাপ হল ধ্যান - একটি সভ্য ও বুদ্ধিমান সমাজের জন্য ধ্যান অপরিহার্য । তৃতীয় উপাদানটি হল খাদ্য - হালকা ও সহজে হজমযোগ্য খাবার মনের ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে । এসব খাদ্য মানের দিক থেকে ভারী তারা আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়াকে করে দেয় । একটি ধারালো গন্ধ আছে , যে খাদ্য মনকে আন্দোলিত করেন । ওরা যদি মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তবে খাদ্যের এই মাত্রাগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । ক্ষুধার্ত হওয়া এবং অতিরিক্ত খাওয়া দুটি মনকে অস্থির করে । হলে একাগ্রতা বিগষ্ট হয় । মনের এতগুলোতা বিকাশের অন্তিম উপাদান হলো ব্রহ্মচর্য বা ধারাবাহিকতা , ছাত্র অবস্থায় কঠিন ব্রহ্মচর্য (২ বৎসর ব্যাপী সময়কাল) মনের শক্তির সংরক্ষণ করে ও যথার্থ ব্যবহারে পথ দেখায় । যারা কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন করেন কার পক্ষে শিক্ষা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত হয়ে যায় । এই ধারা ভাই কত এই ধারাবাহিকতার অভাবেই ভারত শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে । আসি একাগ্রতার কিছু নমুনা বিশ্লেষণে:

একাগ্রতা-১

১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল - ভয়ংকর ভিত্তিয়ান রিচার্ডস ২৭ বলে ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রান করে ফেলেছেন । ভারতের স্কোর ১৮৩ রান ৬০ ওভারে । ২৮ নম্বর বলে মদনলালের বলে ফুল শট খেলেন রিচার্জ । বলের পিছনে ধাওয়া করে বাউন্ডারি থেকে মাত্র ১৭ গজ ভিতরে কপিল দেব এক অসাধারণ ক্যাচ ধরেন । এই অনবদ্য মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল ভারতের ক্যাপ্টেনের একাগ্র চিত্রের জন্যই, যা কম রানের পুঁজি নিয়েও ভারতকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেছিল।

একাগ্রতা-২

১৯৭৯ সালের ১০ আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (SLV-3) রকেটের পিঠে চেপে রওনা হওয়ার মিনিট দেড়েকের মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে ভেঙে পড়ে 'রোহিনী টেকনোলজি ডেমোনস্ট্রেটর উপগ্রহ'। কিন্তু ভেঙে পড়েননি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি 'মিসাইল ম্যান' এ পি জে আব্দুল কালাম। তারপর এক বছর পর ১৯৮০ সালের ১৮ জুলাই কালামের নেতৃত্বেই সফল উৎক্ষেপণ হয় ইসরোর 'রোহিনী'। ল্যান্ডার 'বিক্রম'-এর চাঁদের পিঠে অবতরণও একই রকম, ব্যর্থতা থেকে সাফল্যের দিকে জার্নি – এই চলার পথের বিজ্ঞানীদের অনুঘটক কে তা জানো? একাগ্রতা। একাগ্রচিত্তে দিনের পর দিন গবেষণা করে তাঁরা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সাফল্যের শিখরে উঠেছেন। যে কালাম কম্পিউটারের সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছিলেন এবং 'ব্যর্থতার বোঝা' বয়েছিলেন, সেই কালামের পদ্ধতিতে গণনা করে দেখিয়ে দিচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযানের সাফল্য।

একাগ্রতা -৩

বারানসি রিকশাচালকের পুত্র গোবিন্দ জয়সাওয়াল আইএএস হট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য না খেয়ে টাকা বাঁচিয়েছে সে টাকায় বই কিনে পড়াশোনা করে ২০০৬ সালে প্রথমবারই ৪৮ রান করে তার স্বপ্ন পূরণ করেন। আসলেই স্বপ্ন পূরণের সোপান হল একাগ্রতা। ২০০৫ সালে বেনো জেফিন বলেন প্রথম দৃষ্টিশক্তিহীন, যিনি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন চেন্নাইবাসী এই মহিলার সম্বল ছিল job access with speech software (jaws)। একাগ্রতার সঙ্গে দিনের পর দিন এই সফটওয়্যার এর সাহায্যে কম্পিউটারের পর্দা থেকে পড়াশোনা করে সাফল্যের মুখ দেখেন। আনসার শেখ মাত্র ২১ বছর বয়সে ভারতের কনিষ্ঠতম আই এ এস ২০১৬ সালের ইউ পি এস সি পরীক্ষায় এই একাগ্রতা ও অধ্যাবসায় কে সম্বল করে। ভারতের কোনে কোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এমন একাগ্রতার ও সাফল্যের অজস্র কাহিনী

একাগ্রতা -৪

২০২৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন শুভ্রাংশু সরদার, দ্বিতীয় আবু সামা ও তৃতীয় অনুসূয়া সাহা। তাঁরা প্রত্যেকেই দিনে ৪ থেকে 10 ঘন্টা কঠোর অনুশীলন করেছেন, কিন্তু কেউই সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাননি, মেধাকে একাগ্রতার শান দিয়ে এই সাফল্যের শীর্ষ আসনে বসেছেন। সারা পৃথিবীতে ছাত্রাবাস্তায় যত কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় তার অন্যতম হলো NEET UG, সেই পরীক্ষাতেও একাগ্রতার ফসল হিসেবে আমরা দেখি তামিলনাড়ুর জে. প্রভাঞ্জন এবং অন্ধ্রের বোরা বরুন চক্রবর্তীকে। তাঁরা ২০২৩ এর NEET পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ অর্থাৎ ৭২০ মধ্যে সম্পূর্ণ নম্বর পেয়ে হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছে। কী করে এলো এই নজরকাড়া সাফল্য। এর পিছনে রয়েছে সেই নিরলস প্রচেষ্টা, সেই সাধনা যা মিলেমিশে একাগ্রতার জন্ম দেয়।

একাগ্রতা -৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগে অদ্ভুত দুই বোমার বিস্ফোরণে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিশ্ব মানবের মনে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা জাগিয়ে তেজস্ক্রিয় যুগের সূচনা হয়। অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবতী মাদাম কুরির অনুসন্ধিৎসু মন এবং তাঁর যশস্বী স্বামী পিয়ের কুরির একাগ্র সাধনার ফসল হল তেজস্ক্রিয়তার নতুন জগৎ, যা পদার্থবিজ্ঞানের নয়া এক অধ্যায়ের সূচনা করে। এখানেও ঘুরে ফিরে আসে সেই বিবেকানন্দের কথা– সংযুক্তি ও বিযুক্তি। কুরি গবেষণার কাজে নিজেকে যুক্ত করেছেন, আবার তা' থেকে প্রাপ্ত যশের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। তাই যথার্থই আইনস্টাইন বলেছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ মনীষীদের মধ্যে একমাত্র মাদাম কুরির জীবনই যশের প্রভাবমুক্ত বলা যায়।

একাগ্রতা-৬

বাংলার সমাজে নারীর জীবন যখন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নানা প্রতিকূলতায় জর্জরিত। তখন সব রকম সামাজিক বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে মেডিকেল পড়বেন বলে স্থির করেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। মেয়েদের বিজ্ঞান পড়া, সর্বোপরি ডাক্তারি পড়ে সক্রিয় পেশাজীবী জীবন বেছে নেওয়া সেসময় ছিল অলীক কল্পনা। কিন্তু কাদম্বিনী তাঁর একাগ্রতা দিয়ে মন জয় করেছিলেন অধ্যক্ষ ডাক্তার জে এম কোটস-এর। তাই দু বছর এলএমএস পড়ার পর যখন তাঁকে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয়, তখন কোটস সাহেব নিজের অধিকার প্রয়োগ করে তাঁকে 'গ্রাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ' উপাধি দেন। তিনিই প্রথম মহিলা চিকিৎসক, যিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রাইভেটে রোগী দেখতেন। ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এই পেশাজীবী নারী চিকিৎসকের সব রকম অপমান সহ্য করেও জীবন সাধনায় অসামান্য একাগ্রতা ও অনুপ্রেরণার ইতিহাস।

একাগ্রতা -৭

সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর এক হাজারের বেশি ভারতীয় ছবিতে গান গেয়েছেন এবং তাঁর গাওয়া গানের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। ভারতীয় নাইটিংগেল লতার অষ্টাদশকব্যাপী সুর সাধনা, সুর-তাল-লয়ের প্রতি একাগ্রতা প্রকাশের এক জীবন্ত ইতিহাস। ভারতবর্ষের জ্ঞান সাধনা, সুর সাধনা, সংগ্রাম, ক্রীড়া নৈপুণ্য, অ্যাডভেঞ্চার, বন্যপ্রাণ ও পরিবেশ সুরক্ষা অর্থনৈতিক চিন্তাধারা,ব্য কৃষিনৈপুণ্য, শিল্পে অগ্রগতি, সমাজ সংস্কার সবই যেন একাগ্রচিত্তের ফসল।

তাই আমরা পেয়েছি জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সিভি রামন, বিক্রম সারাভাই, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, ও অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিজ্ঞানীদের। মোঃ রফি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মুকেশ, কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে ও সন্ধ্যা মুখার্জী দের মতো সুরসাধক /সুরসাধীকাদের।। ভগৎ সিং, তিতুমীর, সিধু কানহো, বিরসা মুন্ডা, সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, মাস্টারদা সূর্যসেনের মতো স্বাধীনতার সংগ্রামীদের। ধ্যানচাঁদ, পিকে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, গোষ্ঠ পাল, সুনীল গাভাস্কার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, সৌরভ গাঙ্গুলী, সচিন তেন্ডুলকারের মতো অসংখ্য প্রথিতযশা ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে; এম এস স্বামীনাথন এর মতো কৃষি বিপ্লবীকে অমর্ত্য সেনের মতো অর্থনীতিবিদ, তেনজিং নোরগে, বাচেন্দ্রি পাল, পিয়ালী বসাক, বসন্ত সিংহ রায়ের মতো পর্বতারোহীদের। জে আর ডি টাটা, ধীরু ভাই আম্বানি, স্যার ধীরেন মুখার্জি, লক্ষ্মী মিত্তাল, রমাপ্রসাদ গোয়েনকা-এর মতো শিল্পপতিদের; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্দীন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কালজয়ী সাহিত্যিক ও কবিদের। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিত্বদের। কল্পনা চাওলা, রাকেশ শর্মা, সুনিতা উইলিয়ামস-এর মতো অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষদের। বিলি অর্জন সিং, ইন্দিরা গান্ধী, কৈলাশ সাঙখালা, ডঃ সালিম আলী, ডঃ পূর্ণিমা দেবী বর্মন, ডঃ বন্দনা সিনহা, কোটা উল্লাস কারান্থের মতো পরিবেশপ্রেমী, বন ও বন্যপ্রাণী সংস্কারকদের। এছাড়াও জীবনের নানাবিধক্ষেত্রে আগে ও আজও যাঁরা বহমান স্রোতের মতো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন তাঁদের রক্তে বইছে যেন সাধক জীবনের বীজ মন্ত্র একাগ্রতার জিন। এই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করাই আমাদের আশু কর্তব্য।

উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তীতে অল্প সময়ে সাফল্যের সহজ পথ

জে হাসিবুর রহমান
ডব্লুবিসিএস
ডিরেক্টর, কে এম ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ পড়ুয়াই মেডিকেল নিয়ে কেরিয়ার এগোনোর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু মেডিকেলের ক্ষেত্রটা অনেক বড় এবং সময়সাপেক্ষ।দ্রুত সাফল্যের স্বাদ পেতে কোন শাখায় পড়াশুনা করবে? এই নিয়ে চিন্তায় প্রায় নাওয়া - খাওয়া ভুলে যান পড়ুয়া থেকে পরিবারের লোকেরা। কারন, পড়াশোনা করে চাকরি পেতে হবে। এমন পড়াশোনা করা হল, কিন্তু চাকরি অধরা থেকে গেল, এমনটা হলে তো মুস্কিল। প্রতিনিয়ত পৃথিবী বদলাচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলাচ্ছে মেডিকেল সহ বিভিন্ন স্নাতকস্তরের কোর্সের সংখ্যা।

গতানুগতিক পড়াশোনা ছাড়াও নানান দিক আছে, যেগুলো সম্বন্ধে আমরা ধারণা রাখি না। অথচ সেইসব বিষয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে সম্মানের সঙ্গে ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।তেমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল এই পর্বে। পদার্থবিদ্যা,রসায়ন ও জীববিদ্যা নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি খুব কম সময়ে দ্রুত সাফল্য অর্জন করতে চায় তাহলে নিম্নোক্ত প্যারামেডিকেল কোর্সগুলোতে ভর্তি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি পরিচালিত এই বিষয়গুলো বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় এবং ট্রেনিং দেওয়া হয়।

:প্যারামেডিকেল কোর্সসমূহ: (ডিপ্লোমা)

১. ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি, D.M.L.T(Tech).
২. ডিপ্লোমা ইন রেডিওগ্রাফি,(ডায়াগনস্টিক) D.R.D(Tech).
৩. ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি, D.P.T
৪. ডিপ্লোমা ইন রেডিওথেরাপেউটিক টেকনোলজি, D.R.T
৫. ডিপ্লোমা ইন অপটোমেট্রি উইথ অপথালমিক টেকনোলজি, D.Opt.
৬. ডিপ্লোমা ইন নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি, D.N.E.P
৭. ডিপ্লোমা ইন পারফিউশন টেকনোলজি, D.P.F.T
৮. ডিপ্লোমা ইন ক্যাথ - লেব টেকনিশিয়ান, D.C.L.T
৯. ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি, D.C.C.T
১০. ডিপ্লোমা ইন ডায়ালাইসিস টেকনিক, Dialysis (Tech).
১১. ডিপ্লোমা ইন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি, D.O.T.T
১২. ডিপ্লোমা ইন ডায়াবেটিস কেয়ার টেকনোলজি, D.D.C.T
১৩. ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রোকার্ডিও গ্রাফিক টেকনিক, E.C.T(Tech).

উপরিউক্ত প্রতিটি কোর্সের সময়সীমা ২ বছর, সঙ্গে ৬ মাস আবশ্যক ট্রেনিং করতে হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে।

আবেদন পদ্ধতি: এইসব কোর্সে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয় এবং অনলাইন কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে প্রার্থীরা কলেজ ও কোর্স পছন্দ করতে পারবে। আবেদনও করতে হবে অনলাইন সংস্থার ওয়েবসাইট এ। আবেদন প্রক্রিয়া এখন চলছে।

আবেদনের শেষ তারিখ: 18/07/2024.

অনলাইন পরীক্ষার তারিখ: 28/07/2024.(10 A.M To 1.00 P.M)

ওয়েবসাইট : www.smfwb.in/ www.smfwb.formflix. org

যোগাযোগ : State Medical Faculty Of West Bengal. 14C, Beliaghata Main Road, Kol-700085
ফোন :(033) 23720185/0181.
Website:smfwb.in .

আবাসিক শিক্ষক চাই

দানবীর অ্যাকাডেমি

বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন-৭১১৩১২

✆ 9143076708 ✆ 9734387558

বিষয়	শ্রেণি	যোগ্যতা
গণিত, ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান	মাধ্যমিক	B.Sc / M.Sc
ইংরেজি, ভূগোল	মাধ্যমিক	B.A / M.A

বিঃ দ্রঃ— বি.এড এবং অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ যে কোনও প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আগামী ১৫.০৭.২০২৪ তারিখের মধ্যে নিজের বায়োডেটো উপরে দেওয়া নম্বরে Whatsapp করতে হবে অথবা মেল করুন— danbir.academy@gmail.com এ।

মেধা অন্বেষণ ২০২৪

৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

বিশেষ সহযোগিতায়

অনুসন্ধান কলকাতা ও বেস এডুকেশনাল হাব

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুর যথাযথ বিকাশে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ – মেধার উন্মেষ, দক্ষতা নির্ণয় ও সুস্থ প্রতিযোগিতা। এদিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত বর্গের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেস এডুকেশনাল হাব আয়োজন করেছে ট্যালেন্ট সার্চ ২০২৪ প্রতিযোগিতা। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য। অনুসন্ধান কলকাতার সহায়তায়। ট্যালেন্ট সার্চ-এর প্রশ্নপত্র কেমন হয় এবং তা নিয়মিত অনুশীলনের জন্য প্রতি সপ্তাহে অংশ বিশেষ প্রকাশিত হবে প্রতি সোমবার আপনজনের ‘স্টাডি পয়েন্ট’ বিভাগে। এগুলি সংগ্রহে রেখো, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী

ষষ্ঠ শ্রেণী

ইংরেজি

1. Ram lost his patience . The underlined word is an example—
   (a) Proper Noun (b) Common Noun
   (c) Abstract Noun (d) Material Noun
2. It was an ______ moment.
   (a) enjoyed (b) enjoyable
   (c) enjoying (d) enjoy
3. The past form of the word fly is
   (a) flew (b) flied
   (c) fled (d) fly
4. In the corner of the room stood Ranjit. The subject of the sentence is
   (a) Ranjit (b) corner
   (c) room (d) left
5. Ram's parents are very pleased. The verb in the sentence is
   (a) pleased (b) very
   (c) none of the above (d) parents
6. Two and two ______ four
   (a) makes (b) very
   (c) none of the above (d) parents
7. Sita was the ______ student in the class.
   (a) loan (b) lone
   (c) alone (d) lonely
8. The past participle form of write is
   (a) writen (b) wrote
   (c) written (d) write
9. Rathin gave me ______ one-rupee coin.
   (a) a (b) an
   (c) the (d) none of the above
10. ______ let the dogs out?
   (a) What (b) Who
   (c) Which (d) Whom

গণিত

1. 5টা ঘণ্টা বাজতে সময় লাগে 20 সেকন্ড। 4টে ঘণ্টা বাজতে সময় লাগে—
   (a) 16 সেকেন্ড (b) 15 সেকেন্ড
   (c) 18 সেকেন্ড (d) 17 সেকেন্ড
2. 2 : 8 = ?
   (a) 0.25 (b) 2.5
   (c) 0.0025 (d) 2.05
3. +9-এর বিপরীত সংখ্যা =
   (a) –9 (b) $\frac{1}{9}$
   (c) 9 (d) $\frac{0}{9}$
4. কোন্‌টি সঠিক?
   (a) $-2 > 2$ (b) $-2 \geq 2$
   (c) $-3 > 3$ (d) $3 > -3$
5. $\frac{33}{55} = \frac{}{25}$ হলে, * = ?
   (a) 15 (b) 18
   (c) 22 (d) 12
6. 4 সমকোণ = কত ডিগ্রি?
   (a) 90° (b) 180°
   (c) 270° (d) 360°
7. 396* সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হলে * চিহ্নিত অঙ্কটি কত হবে?
   (a) 3 (b) 6
   (c) 9 (d) 2
8. ফুটবল একটি—
   (a) বৃত্ত (b) গোলক
   (c) আয়তঘন (d) ঘনক
9. $(-5) \times (-3) + (-17) = ?$
   (a) 22 (b) 2
   (c) –2 (d) –22
10. পার্শ্বস্থিত চিত্রে AB = BC = AC হল, চিত্রটির প্রতিসম রেখা কতগুলি?

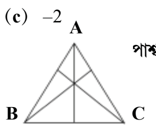

   (a) 1 (b) 2
   (c) 3 (d) 4

সাধারণ জ্ঞান

1. 'Forge your future' গ্রন্থের লেখক—
   (a) মহাত্মা গান্ধি (b) জওহরলাল নেহরু
   (c) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (d) এ পি জে আবদুল কালাম
2. বৃষ্টির জলে যে ভিটামিন থাকে—
   (a) ভিটামিন এ (b) ভিটামিন বি-১২
   (c) ভিটামিন সি (d) ভিটামিন ডি
3. সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রের নাম হল—
   (a) ন্যানোমিটার (b) ব্যারোমিটার
   (c) ফ্যাদোমিটার (d) থার্মোমিটার
4. ভারতের ইতিহাসের জনক (Father of Indian History) বলা হয়—
   (a) হর্ষবর্ধন (b) হিউয়েন সাঙ
   (c) ফা হিয়েন (d) মেগাস্থিনিস
5. পৃথিবীতে বসবাসকারী সব থেকে বড়ো প্রাণী—
   (a) উট (b) নীল তিমি
   (c) এমু পাখি (d) রয়েল বেঙ্গল টাইগার
6. যে দেশেরর রাজধানী তার প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম জর্জ ওয়াশিংটনের নাম অনুসারে হয় ওয়াশিংটন ডি. সি.—
   (a) রাশিয়া (b) আমেরিকা
   (c) ব্রাজিল (d) আর্জেন্টিনা
7. তেঁতুলে যে অ্যাসিড থাকে—
   (a) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (b) টারটারিক অ্যাসিড
   (c) সাইট্রিক অ্যাসিড (d) নাইট্রিক অ্যাসিড
8. ‘তালা-চাবির শহর’ ভারতের যে শহরকে বলা হয়—
   (a) আলিগড় (b) এলাহাবাদ
   (c) সুরাট (d) পাটনা
9. বিশ্বের প্রাচীনতম ক্রীড়া হিসেবে যে খেলাটিকে ধরা হয়—
   (a) কবাডি (b) কুস্তি
   (c) ক্রিকেট (d) ফুটবল
10. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি ‘পথের পাঁচালী’ ছিল তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র—
   (a) গৌতম ঘোষ (b) উৎপল দত্ত
   (c) সত্যজিৎ রায় (d) অপর্ণা সেন

বিজ্ঞান

1. পাইনগাছের যে বর্জ্য পদার্থ কাঠ পালিশ করার কাজে লাগে সেটি নির্বাচন করো—
   (a) রবার (b) রজন
   (c) গঁদ (d) কুইনাইন
2. অ্যাজোলার সঙ্গে মিথোজীবী সম্পর্ক স্থাপন করে—
   (a) ভাইরাস (b) ছোটো মাছ
   (c) সাগরকুসুম (d) ব্যাকটেরিয়া
3. দই পাততে লাগে—
   (a) ল্যাকটোব্যাসিলাস (b) ইস্ট
   (c) স্ট্রেপ্টোকক্কাস (d) ব্রেড মোল্ড
4. দুধে লেবুর রস দিয়ে ছানা তৈরি করার পদ্ধতিটি যে ধরনের ঘটনা সেটি শনাক্ত করো।
   (a) একমুখী (b) উভমুখী
   (c) পর্যাবৃত্ত (d) অভিপ্রেত
5. অ্যাসিড মিশ্রিত জলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চালনা করলে যা উৎপন্ন হবে তা হল—
   (a) হাইড্রোজেন (b) অক্সিজেন
   (c) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন (d) লবণ
6. এটি একটি বর্ণহীন গ্যাস যেটি বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে এবং জীবকে শ্বসনে সাহায্য করে। গ্যাসটি শনাক্ত করো—
   (a) হাইড্রোজেন (b) অক্সিজেন
   (c) নাইট্রোজেন (d) কার্বন ডাই অক্সাইড
7. তুমি বালি থেকে নুন আলাদা করতে চাইছ। নিম্নলিখিত যে পদ্ধতি তুমি ব্যবহার করবে সেটি বাছাই করো—
   (a) কেলাসন (b) বাষ্পীভবন
   (c) পরিস্রাবণ (d) পরিচালন
8. হৃৎপিণ্ডের সামনে ও পিছনে যে অস্থি অবস্থান করে তা চিহ্নিত করো—
   (a) পাঁজর ও করোটি (b) হিউমেরাস ও রেডিয়াস
   (c) টিবিয়া ও ফিবিউলা (d) স্টারনাম ও শিরদাঁড়া
9. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে রক্তের যে উপাদান সেটি নির্বাচন করো—
   (a) শ্বেত রক্ত কণিকা (b) অণুচক্রিকা
   (c) রক্তরস (d) লোহিত রক্ত কণিকা
10. প্রজাপতির শুঁড় আছে। এদের পা গুলো খণ্ডে খণ্ডে থাকে। এদের গায়ের উপর একটা শক্ত খোলা থাকে। তাই এদের যে পর্বের প্রাণী বলা হয় সেটি শনাক্ত করো—
   (a) অ্যানিলিডা (b) মোলাস্কা
   (c) আর্থ্রোপেডা (d) কর্ডাটা

রিজনিং

1. শূন্যস্থান পূরণ : 11, 121, 1331, ?
   (a) 14041 (b) 14641
   (c) 14541 (d) 16641
2. শূন্যস্থান পূরণ : ADZ, BEY, CFX, ?
   (a) DGZ (b) DGW
   (c) DGX (d) DGY
3. শূন্যস্থান পূরণ : 2A3 + 2A2 = 10 হলে A = ?
   (a) যোগ (b) বিয়োগ
   (c) গুণ (d) ভাগ
4. শূন্যস্থান পূরণ : 1 = abc এবং 2 = bcd হলে, 3 = ?
   (a) (abc – bcd) (b) (abc + bcd)
   (c) (bcd – abc) (d) (–abc – bcd)
5. শূন্যস্থান পূরণ : 1, 100, ?, 1000000
   (a) 212 (b) 1000
   (c) 1321 (d) 10000
6. বেমানান বাছাই :
   (a) মোহনবাগান (b) ইস্টবেঙ্গল
   (c) ক্যালকাটা নাইট রাইডার্স (d) জর্জ টেলিগ্রাফ
7. বেমানান বাছাই :
   (a) পেরিমিটার (b) থার্মোমিটার
   (c) ব্যারোমিটার (d) হাইগ্রোমিটার
8. বেমানান বাছাই :
   (a) আমাজন (b) ইয়াংসিকিয়াং
   (c) নীলনদ (d) গঙ্গা
9. বেমানান বাছাই :
   (a) আইজ্যাক নিউটন (b) শ্রীনিবাস রামানুজন
   (c) চার্লস ডারউইন (d) বিক্রম সারাভাই
10. বেমানান বাছাই :
   (a) কি-বোর্ড (b) মাউস
   (c) ওয়েবক্যাম (d) প্রিন্টার

উত্তর

ইংরেজি — 1 (c), 2 (b), 3 (a), 4 (a), 5 (c), 6 (a), 7 (b), 8 (c), 9 (a), 10 (b) **গণিত** — 1 (b), 2 (a), 3 (a), 4 (d), 5 (a), 6 (d), 7 (c), 8 (b), 9 (c), 10 (c) **সাধারণ জ্ঞান** — 1 (d), 2 (b), 3 (c), 4 (d), 5 (b), 6 (b), 7 (b), 8 (a), 9 (b), 10 (c) **বিজ্ঞান** — 1 (b), 2 (d), 3 (a), 4 (a), 5 (c), 6 (b), 7 (c), 8 (d), 9 (b), 10 (c) **রিজনিং** — 1 (b), 2 (b), 3 (c), 4 (b), 5 (d), 6 (c), 7 (a), 8 (c), 9 (c), 10 (d)

ইউরো ২০২৪

সেমিফাইনাল: ফ্রান্স-স্পেনের সেরা ৫ দ্বৈরথ

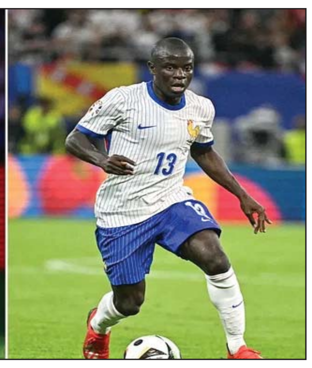

আপনজন ডেস্ক: ইউরোর সেমিফাইনালে ফ্রান্স-স্পেন ব্লকবাস্টার ম্যাচের দিকে তাকিয়ে এখন ফুটবল-দুনিয়া। এই লড়াইয়ে জিতলেই স্বপ্নের ফাইনাল। স্পেন এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা বিদায় করেছে স্বাগতিক ও টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেবারিট জার্মানিকে। বিপরীতে ফ্রান্স অবশ্য এখনো নিজেদের সেরা ফুটবলটা খেলতে পারেনি।

তবে বড় মঞ্চে ফরাসিরা বরাবরই অন্য রকম। কে জানে, গুরুত্বপূর্ণ সময়ের জন্য তারা নিজেদের সেরাটা জমিয়ে রেখেছে কি না! সেটি হলে কপাল পুড়তে পারে ছন্দে থাকা স্পেনের।

সেমিফাইনালে এই লড়াইয়ের আগে সামনে আসছে দুই দলের অতীত লড়াইয়ের স্মৃতিও। তেমনই পাঁচটি ম্যাচ নিয়ে আয়োজন।

প্লাতিনির ইউরো
১৯৮৪ ইউরো, ফাইনাল

১৯৮৪ সালের ইউরোর ফাইনালের আগে ফুটবলের এই পরাশক্তি একে অপরের মুখোমুখি হয়নি। সেই টুর্নামেন্টটিকে নিজের করে নিয়েছিলেন মিশেল প্লাতিনি। সেবার এই কিংবদন্তির করা ৯ গোল এখনো ইউরোতে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড হয়ে আছে। ঘরের মাঠের সেই আসরে ফাইনালে ৫৭ মিনিটে প্লাতিনির গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। তবে এই গোলে প্লাতিনির কৃতিত্ব যত, তার চেয়ে বেশি দায় ছিল স্প্যানিশ গোলরক্ষক লুইস আর্কোনাডার। ফরাসি কিংবদন্তির নেওয়া দুর্বল ফ্রি-কিক আর্কোনাডার হাত ফসকে জালে জড়ায়। এরপর ৯০ মিনিটে ব্রুনো বেলোনের করা দ্বিতীয় গোলটি নিশ্চিত করে ফ্রান্সের ইউরো জয়।

জোরকায়েফ-চমক
২০০০ ইউরো, কোয়ার্টার ফাইনাল

২০০০ সালে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে আয়োজিত ইউরোর শেষ আটে মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স ও স্পেন। এবারও জয়ী দলটির নাম ফ্রান্স। ম্যাচে ফ্রান্স জেতে ২-১ গোলে। ম্যাচের ৩২ মিনিটে জিনেদিন জিদানের দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। একটু পরই অবশ্য পেনাল্টি গোলে ম্যাচে সমতা ফেরান মেনদিয়েতো। তবে বিরতির আগেই ফ্রান্সকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন জোরকায়েফ। বাঁ প্রান্ত দিয়ে ঢুকে তাঁর করা জোরালো শটের গোলটিই ফ্রান্সকে এনে দেয় ঐতিহাসিক এক জয়।

জিজুর জাদু
২০০৬ বিশ্বকাপ, শেষ ষোলো

জার্মানির মাটিতে নিজের শেষ বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য ফুটবল খেলেছেন জিনেদিন জিদান। প্রতিযোগিতার শেষ ষোলোয় মুখোমুখি হয় ফ্রান্স-স্পেন। ২৮ মিনিটে ডেভিড ভিলার গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। কিন্তু দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচে ফেরে ফ্রান্স। ফ্রাঙ্ক রিবেরির প্রথম আন্তর্জাতিক গোলে সমতায় ফেরার পর ফ্রান্সের জয় নিশ্চিত হয় প্যাট্রিক ভিয়েরা ও জিদানের গোলে।

অবশেষে স্পেনের জয়
২০১২ ইউরো, কোয়ার্টার ফাইনাল

অবশেষে এই ম্যাচ দিয়ে প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ফ্রান্সকে হারাতে সক্ষম হয় স্পেন। সোনালি প্রজন্মের স্পেনের হয়ে ১৯ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন জাবি আলোনসো। এরপর চেষ্টা করেও আর সমতায় ফিরতে পারেনি ফ্রান্স। শেষ দিকে নিজের শততম ম্যাচে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে স্পেনের জয় নিশ্চিত করেন আলোনসো।

নেশনস লিগে ফ্রান্সের বাজিমাত
২০২১ নেশনস লিগ, ফাইনাল

বিতর্কিত ফাইনালে জয়ের পথেই ছিল স্পেন। মিকেল অয়রাজাবালের গোলে ৬৪ মিনিটে লিডও নিয়েছিল তারা। কিন্তু মিলানের ফাইনালে ২ মিনিট পরেই ফ্রান্সকে সমতায় ফেরান করিম বেনজেমা। এরপর ৮০ মিনিটে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে গোলের সময় এমবাপ্পে অফসাইডে ছিলেন দাবি করে অভিযোগ আনে স্পেন। যদিও তাতে লাভ হয়নি। এই গোলেই ফ্রান্স জিতে নেয় নেশনস লিগের শিরোপা।

আইপিএল ও টেস্টের জন্য আলাদা উইন্ডো চাইলেন কামিন্স

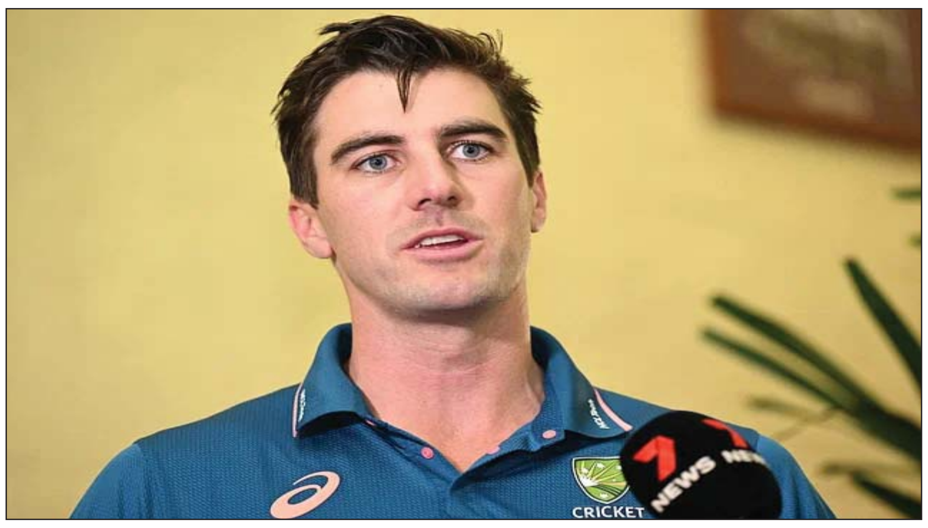

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট ক্রিকেট আর আইপিএলের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দের (উইন্ডো) প্রস্তাব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তাঁর প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে এক বোর্ড কর্মকর্তা বলেছেন, একই দিনে চারটি ভিন্ন অঞ্চলে টেস্ট আয়োজন করলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্তসংখ্যক টেস্ট খেলা যাবে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্যও আলাদা সময় বের করা যাবে।

লন্ডনের লর্ডসে চলমান এমসিসি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কানেক্টস সিম্পোজিয়ামে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে এসব আলোচনা উঠে আসে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অর্থের টানে ক্রিকেটাররাও টুর্নামেন্টগুলোয় খেলতে আগ্রহী। যার ফলে ক্রিকেট বোর্ডগুলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, বিশেষ করে টেস্টে সবাইকে খেলানোর সুযোগ পায় না। গত বছর ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট এসএটোয়েন্টির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ডে অনভিজ্ঞ দল পাঠিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল।

সর্বশেষ আইপিএলে ২০ কোটি টাকা দাম পাওয়া কামিন্স মনে করছেন, আর্থিক কারণে অনেকের কাছে জাতীয় দলের চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট অগ্রাধিকার পায়, ‘কিছু দেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আবেদনের চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট বেশি লোভনীয়। আমি যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে চাই, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার প্রায় অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ ম্যাচই আমি মিস করে ফেলব।’

এ সমস্যা এড়াতে টেস্ট ও ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টির জন্য সময় নির্দিষ্ট করা দরকার জানিয়ে কামিন্স বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ক্রিকেট হয় নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত। ওই সময় আমরা যেভাবে টেস্ট খেলি, সেভাবে কেউই খেলে না। আমরা যদি আইপিএলের জন্য নির্দিষ্ট একটা উইন্ডো পেতাম, টেস্টের জন্যও একটা উইন্ডো পেতাম, তাহলে খেলোয়াড়দের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও সহজ হয়ে যেত।’

অনুষ্ঠানে কামিন্সের আলাদা উইন্ডোর প্রস্তাবনা সমর্থন করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের সিইও জনি গ্রেভ। কীভাবে উইন্ডো আলাদা করা যায়, তার একটি সমাধান বাতলে দিয়েছেন তিনি, ‘ব্যাপারটা এভাবে হতে পারে যে সিডনি বা ওয়েলিংটনে একটা টেস্ট শুরু হলো। এরপর একটা শুরু হলো কলকাতা বা ঢাকায়। পরেরটি লর্ডসে বা নিউল্যান্ডসে। আর সবশেষ কেনিংটন ওভাল। তাহলে আটটা টেস্ট দল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চারটা টেস্টে অংশ নিয়ে ফেলবে।’

আর্জেন্টিনার দলে পরিবর্তনের আভাস, মেসির সঙ্গে কাকে খেলাবেন স্কালোনি?

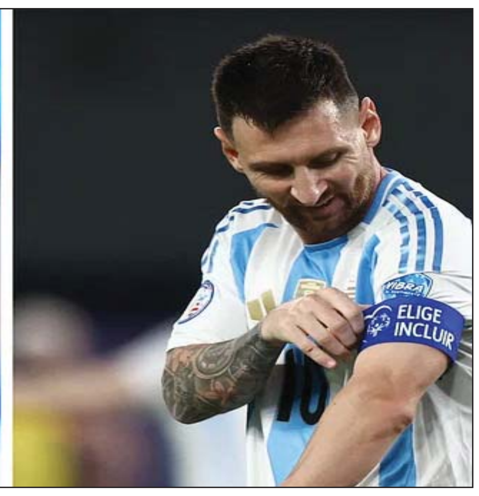

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় কানাডার বিপক্ষে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার দল নির্বাচন নিয়ে নাকি ধন্দে পড়েছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি।

স্কালোনির সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার খবরটি দিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস। তারা জানিয়েছে, কোপার সেমিফাইনালের লাইনআপে পরিবর্তন আনার কথা ভাবছেন আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ।

এর আগে লিওনেল মেসি ও আনহেল দি মারিয়াকে একসঙ্গে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার কোচিং স্টাফরা। তবে সিদ্ধান্ত বদলে সেমিফাইনালে কানাডার বিপক্ষে হয়তো দুজনকেই মাঠে নামাতে পারে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আগামী বুধবার সকালে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। এ ম্যাচ সামনে রেখে দলের ফরমেশন ও কৌশল নিয়ে নতুন করে ভাবছেন স্কালোনি। যেখানে দলে কিছু পরিবর্তন আনার কথাও বিবেচনা করছেন তিনি।

টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, আর্জেন্টিনার একাদশে গোলরক্ষক হিসেবে যথারীতি থাকছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। গোলরক্ষকের মতো রক্ষণেও কোনো পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা নেই। এ ম্যাচে আর্জেন্টিনার রক্ষণদুর্গ সামাল দেবেন ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, নাহুয়েল মলিনা ও নিকোলাস তালিয়াফিকো।

একপর্যায়ে আর্জেন্টাইন কোচরা নাকি রক্ষণে পরিবর্তন আনার কথা ভেবেছিলেন। কানাডার খেলার

কোপা আমেরিকা

ধরনের কারণে এ পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মার্কোস আকুনা পুরোপুরি ফিট না হওয়ার কারণে আপাতত হয়তো বেঞ্চেই বসতে হবে তাঁকে।

মিডফিল্ডে স্কালোনির নিশ্চিতভাবে যাঁদের খেলাবেন, তাঁরা হলেন রদ্রিগো দি পল ও অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার। দুজন কোয়ার্টার ফাইনালে খুবই ভালো খেলেছেন। বড় প্রশ্ন হয়ে সামনে এসেছে এনজো ফার্নান্দেজের স্থলাভিষিক্ত কে হচ্ছেন, সেটা। এ তালিকায় বেশ কিছু সম্ভাব্য নাম আছে। লিয়ান্দ্রো পারাদেস, জিওভান্নি লো সেলসো ও এজেকুয়েল পালাসিওসের মধ্যে স্কালোনি কাকে বেছে নেবেন, সেটাও বড় প্রশ্ন। তবে এ দায়িত্ব যাঁকেই দেওয়া হোক, তাঁর লক্ষ্য থাকবে কানাডার তারকা খেলোয়াড় আলফোনসো ডেভিসকে ঠেকানো। আর্জেন্টিনার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিও কিন্তু এই ডেভিস।

অন্যদের মধ্যে আর্জেন্টিনা দলে নিকোলাস গঞ্জালেসের জায়গায় দি মারিয়ার একাদশে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এর আগে ইকুয়েডরের বিপক্ষে শেষ আটের ম্যাচে এক মিনিটের জন্যও মাঠে নামার সুযোগ পাননি। ফরোয়ার্ড লাইনে মেসি ও দি মারিয়ার সঙ্গে দেখা যেতে পারে লাওতারো মার্তিনেজকে। এবারের কোপায় সর্বোচ্চ ৪ গোল করে তিনি এখন সবার ওপরে। ইকুয়েডরের বিপক্ষে অবশ্য ভালো খেলতে পারেননি মার্তিনেজ। কিন্তু এরপরও তাঁর ওপরই হয়তো ভরসা রাখবেন আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ভারতের কে কত টাকা পাচ্ছেন

আপনজন ডেস্ক: যশস্বী জয়সোয়াল, সঞ্জু স্যামসন ও যুজবেন্দ্র চাহাল–ভারতের বিশ্বকাপ দলে থাকলেও এ তিনজনের কেউই ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজুড়ে দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরিতেই সময় কেটেছে তাঁদের। মাঝেমধ্যে অন্যদের বদলি হিসেবে কিছুক্ষণের জন্য ফিল্ডিংই করেছেন শুধু।

ম্যাচ খেলতে না পারলেও ভারতের বিশ্বকাপ দলে থাকার সুবাদেই ৫ কোটি টাকা করে পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই পুরো দলের জন্য মোট ১২৫ কোটি টাকা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে ১৫ সদস্যের দলে থাকা প্রত্যেকে পাবেন ৫ কোটি টাকা করে। তবে বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে থাকা সবাই একই পরিমাণ অর্থ পাচ্ছেন না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাওয়া দলটির মোট সদস্যসংখ্যা ৪২।

ভারতের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, বিশ্বকাপ জয়ের পরপর ঘোষণা করা অর্থ পুরস্কারের কে কতটুকু পাবেন, সেটি চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও পাচ্ছেন ৫ কোটি টাকা। কোচিং স্টাফে আরও ছিলেন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর, ফিল্ডিং কোচ টি দিলিপ ও বোলিং কোচ পরশ মামব্রে। তাঁদের সবাই পাবেন আড়াই কোটি টাকা করে। আর খেলোয়াড় বাছাই করেছেন যাঁরা, অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন সেই নির্বাচক কমিটির প্রত্যেকে পাবেন ১ কোটি টাকা করে।

ভারতের ৪২ সদস্যের বিশ্বকাপ দলে ছিলেন তিনজন ফিজিও, তিনজন থ্রোডাউন স্পেশালিস্ট, দুজন মালিশকারী এবং স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ। তাঁদের সবাইকে দেওয়া হবে ২ কোটি টাকা করে। দলের সঙ্গে নিয়মিত না থাকলেও রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে ডাক পাওয়া রিংকু সিং, শুবমান গিল, আবেশ খান ও খলিল আহমেদদের দেওয়া হবে ১ কোটি টাকা করে। এ ছাড়া ভিডিও অ্যানালিস্ট, মিডিয়া অফিসারসহ বিসিসিআইয়ের স্টাফদেরও পুরস্কৃত করা হবে। এ বিষয়ে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র বলেছে, ‘খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের পুরস্কারের পরিমাণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে ইনভয়েস (চালান) জমা দিতে বলা হয়েছে।’

বিসিসিআইয়ের বাইরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের জন্য ১১ কোটি টাকা অর্থ পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন।

এবারের আগে ভারত সর্বশেষ আইসিসি টুর্নামেন্ট জিতেছিল ২০১৩ সালে। তখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিজয়ী মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ১ কোটি টাকা করে অর্থ দিয়েছিল বিসিসিআই। সাপোর্ট স্টাফদের দেওয়া হয়েছিল ৩০ লাখ টাকা করে। ২০১১ সালে ধোনির নেতৃত্বে ৫০ ওভারের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী দলের খেলোয়াড়েরা পেয়েছিলেন ২ কোটি টাকা করে, সাপোর্ট স্টাফরা ৫০ লাখ এবং নির্বাচকেরা ২৫ লাখ করে। আর ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর পুরো দলকে ১২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে প্রথম বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলকে কোনো অর্থ পুরস্কার দেয়নি বিসিসিআই। বোর্ডের কাছে পুরস্কার দেওয়ার মতো অর্থ না থাকায় তহবিল গঠনের জন্য লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছিল। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবর অনুসারে, কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন দলের খেলোয়াড়দের ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল সে সময়।

ব্যালন ডি’অরের অঙ্কে নতুন মোড়

আপনজন ডেস্ক: রিভালদো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন জুনের প্রথম সপ্তাহেই। কাছাকাছি সময়ে রোনালদো নাজারিও-ও। সপ্তাহ দুয়েক আগে বলেছেন নেইমার। আর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বলেছেন কাকা।

টানা এক মাস ধরে ব্রাজিলের তারকা খেলোয়াড়েরা একই সুরে যে কথাটা বলে গেছেন, সেটার কেন্দ্রে ব্যালন ডি’অর এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০২৪ সালে ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদার ও আলোচিত পুরস্কারটি উঠতে যাচ্ছে ভিনির হাতে–এমনটাই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের। ভবিষ্যদ্বাণী বললে একধরনের অনিশ্চয়তা কিংবা দ্বিধা নিয়ে ঢিল ছোড়াও বোঝায়। কিন্তু রোনালদো-রিভালদো-নেইমার-কাকারা ভিনিসিয়ুসের বেলায় বলেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ফ্রান্স ম্যাগাজিন ও উয়েফার যৌথ আয়োজনে দেওয়া পুরস্কার একমাত্র অধিকারীই সে–এমন সুরে। কিন্তু কাল নেভাদায় কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিলের বিদায়ের পরও কি একই কথা তাঁরা জোর গলায় বলতে পারবেন?

সামনের এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হতে চলেছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা, একই দিনে সমাপ্তি ঘটবে ইউরোপের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেরও। আন্তর্জাতিক ফুটবলে মৌসুমের সেরা দুটি টুর্নামেন্টের শেষবেলায় ব্যালন ডি’অরের অঙ্কটা পাল্টে যাচ্ছে, সেটা টের পাচ্ছেন তাঁরা?

এ বছরের ব্যালন ডি’অর ঘোষণা করা হবে ২৮ অক্টোবর।

কেইন-বেলিংহামদের মুখ খোলা নিষেধ

আপনজন ডেস্ক: ২০২০ ইউরোর ফাইনালে ইতালির কাছে ইংল্যান্ড কীভাবে হেরেছিল মনে পড়ে? ১-১ সমতার ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ানোর পর পাঁচ শটের তিনটিই মিস করে বসেন মার্কাস রাশফোর্ড, জ্যাডন সানচো ও বুকায়ো সাকারা। সেই ইংল্যান্ডই এবারের ইউরোয় কোয়ার্টার ফাইনালের টাইব্রেকারে ছিল প্রায় নিখুঁত! সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ সমতার পর টাইব্রেকারে পাঁচ শটের সব কটিই জালে জড়ান ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা। সব শটই ছিল সুইস গোলকিপারের নাগালের বাইরে। আবার ইংল্যান্ডের গোলপোস্টে জর্ডান পিকফোর্ডও ছিলেন দুর্দান্ত। সেভ করেন একটি শট। শেষ পর্যন্ত ৫-৩ ব্যবধানে টাইব্রেকারে জিতে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় ইংল্যান্ড। এমন একটি জয়ের পর পেনাল্টি শট নিয়ে কোনো কথা বলেননি ইংল্যান্ড দলের কেউ। কারণ, গ্যারেথ সাউথগেটের নিষেধাজ্ঞা। পেনাল্টি শট নিয়ে হ্যারি কেইন-জুড বেলিংহামদের কথা বলা নিষিদ্ধ করেছেন ইংল্যান্ড কোচ। ব্রিটেনের দ্য মিররের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এবারের ইউরোয় পেনাল্টি শুটআউট কোনো কথা বলছেন না ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় বা কোচিং স্টাফের কেউ। টুর্নামেন্টের বিভিন্ন সময়ে পিকফোর্ড, মার্ক গিয়েহি ও এজরি কনসাদের পেনাল্টি নিয়ে কথা বলা আটকে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ইংল্যান্ড কোচ দলের সদস্যদের পেনাল্টি কৌশল নিয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

সম্প্রতি ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) এক সাবেক সদস্য দলটি স্পট-কিকের পুরোনো ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে কী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, সে সব এক সাক্ষাৎকারে প্রকাশ্যে এনেছেন। এ নিয়ে এফএ এবং সাউথগেট বিরক্ত।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**